



Edi-Blossom

September'2017
Edinburgh Durgotsav







Edi-Blossom 2017

Edi-Blossom

2nd Edition

September' 2017

Edinburgh Durgotsav

এডি-ব্লুসম

দ্বিতীয় সংস্করণ

অশ্বিন ১৪২৪

এডিনবরা দুর্গোৎসব





Edi-Blossom 2017



Littile Artist - Kaira Deb



Kaira (3) started going to school few weeks back and is just starting to like her new friends. She loves spending time in the park and soft play centre.





সম্পাদকীয়

বাঙালী মানেই সংস্কৃতি, বাঙালী মানেই ঐতিহ্য, বাঙালী মানেই হজুগে, বাঙালী মানেই দুর্গাপুজো। আর বিশ্বের যে প্রাতেই যান, দুর্গাপুজোয় বাঙালীকে পাবেন স্বরূপে। আড়া, গান, খাওয়াদাওয়া, উৎসব ছাড়া দুর্গাপুজো যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি শারদীয়া পত্রিকাও দুর্গোৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এডিনবরা দুর্গোৎসবের চতুর্থ বর্ষে শারদীয়া পত্রিকা এডি - ব্লসম এর দ্বিতীয় প্রকাশ। এডিনবরাবাসী বাঙালী তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের নিজস্ব বার্ষিক শারদীয়া পত্রিকায়। লেখক, লেখিকার একটা বড় অংশ হলো কচিকাঁচার দল, তাদের সকল কে অন্তর থেকে ভালোবাসা জানাই। পত্রিকার সংকলনে এবং অনুলিখনে আমার সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে দেবার্ঘ্য, দেবার্ঘ্য কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। গত বছর এডি -ব্লসম এর প্রথম প্রকাশ ও সফলতার অভিজ্ঞতা থেকে সুমিতের অনুপ্রেরণা আমাকে সাহায্য করেছে এডি-ব্লসমের সম্পাদনায়। স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল জ্ঞাতি থেকে গেছে নিশ্চই, স্বগুণে মার্জনা কাঞ্চিত। আপনাদের সকলের সাহায্য, অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদে এডি-ব্লসম এগিয়ে যাবে, আশা রাখি।

ধন্যবাদাত্তে,

সম্রাট ধর

অক্ষিন, ১৪২৪, এডিনবরা

Editorial

Bengalis are synonymous with culture, heritage, excitement and Durgapujo. Through out the world the Bengali diaspora is celebrated most during the Durgapujo. Gossips, food, cultural events are the integral part of Durgotsav, so is the annual ‘sharodiya’ (autumn) magazine. Edinburgh Durgotsav on its 4th year is delighted to publish the second edition of its festive magazine ‘Edi-Blossom’. Bengalis in Edinburgh have shown their talent on their very own magazine. A large part of the authors are the young ones, my loves and best wishes to them. Debarghyo supported a lot to publish the second edition of the magazine, a big thanks to him. Sumit guided me throughout from his past experience of publishing our magazine in its inaugural edition. We had a very short time to publish the magazine, so there would be mistakes, your support is solicited. With your love and blessings Edi-blossom would blossom again.

Regards,

Samrat Dhar

September' 2017, Edinburgh



Edi-Blossom 2017



Contributions

Edinburgh Durgotsav	Editorial team	7
Amar dekha durga puja in Kolkata	Arushi Chandra	9
The Secret of the Abandoned Monastery	Soham Sinha	10
বিসর্জন	দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্তী	12
The Death Sight...	Arnav Chakraborty	20
The Mysterious Time Machine	Aryan Chakraborty	22
The Storyteller's Home	Subhadip Paul	24
My First Holiday	Anika De	26
করস্টোরফিন হিল	সম্মাট ধর	27
The Festival Diaries	Abir Ghosh Biswas	30
আগমনী	শৌভিক দত্ত	32
Back to roots!	Mondira Dasgupta	34
কুহুর ইচ্ছা	মেত্রী রায়	36
Movies & much else besides	Compiled by Dr. Piyush Roy & Subhranil Bhadra	42
The Daughter	Suparna Chaudhury Rijhwani	44
Dim Paturi Recipe	Ria Bag	48
Murgh Malai Tikka	Saoni Bir	50
Egg Devil	Priyanka Das	52
Rice Vermicelli with Veggies	Antara Halder	54
Dhania Matar Paneer Pulao	Samprikta Basu Dhar	55
Murgh Mussalam	Madhumita Indra	57



Edi-Blossom 2017

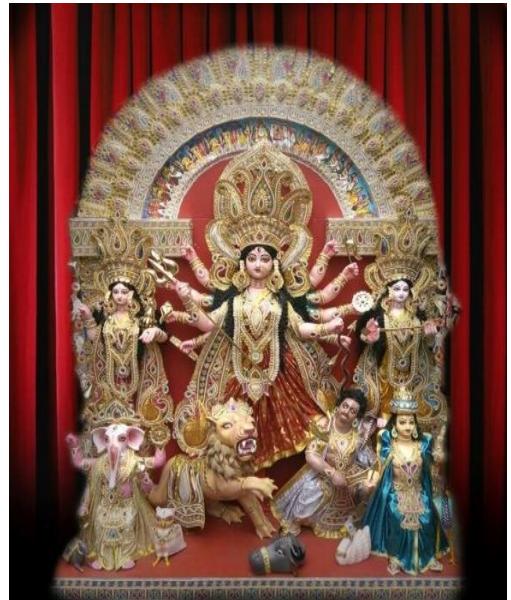




এডিনবরা দুর্গোৎসব

জমিদারী আধিপত্য ও প্রাচুর্য প্রদর্শনের সীমাবদ্ধতা পেড়িয়ে আঠারো শতকের শেষে 'বারোয়ারী' আর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উভর কোলকাতার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মাধ্যমে বাঙালীর সর্ববৃহৎ উৎসবের সীমানা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। বিশ্বায়নের পরিসরে দুর্গাপুজো আজ এক বিশ্বজনীন উৎসব। ঘাটের দশকের প্রথমার্দ্ধে লঙ্ঘনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম 'বিদেশী' দুর্গাপুজো। ক্রমশ ব্যাপ্তি বাকী পাঁচ মহাদেশেও। বিটেনে দুর্গাপুজো বেশ পুরোনো ও পরিচিত হলেও, ক্ষটল্যান্ডে দুর্গাপুজো তুলনামূলক ভাবে নবীন। ক্ষটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরা তে প্রথম দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ এ। এ বছর এডিনবরা দুর্গোৎসবের চতুর্থ বর্ষপূর্তি।

ক্ষটিশ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলি আর্টস এন্ড সাংস্কৃতিক হেরিটেজ (S.A.B.A.S.H/সা.বা.শ) এর উদ্যোগে এবং এডিনবরা হিন্দু মন্দির ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় ক্ষটিশ রাজধানীর একমাত্র দুর্গাপুজো, এডিনবরা দুর্গোৎসব। ২০১৬ এর শুরুতে গড়ে ওঠা সা.বা.শ. ক্ষটল্যান্ডের মাটিতে বাঙালী ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করছে দায়িত্ব সহকারে, দুর্গাপুজোর আয়োজন ছাড়াও বাঙালীর বারো মাসের তেরো পার্বন, পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বিজয়া সম্মেলনীতে বাঙালীদের সমবেত হওয়ার সুযোগ করে দেয় সা.বা.শ.। এডিনবরা দুর্গোৎসব আর অন্যান্য বাঙালী উৎসবের আয়োজনে একটা বড় ভূমিকা থাকে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মরত বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারদের। স্বল্পমেয়াদী ভিসায় এডিনবরাতে কর্মরত তরং তরংগীদের বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজো, আঞ্চলিক উৎসবের অভাব অনুভব না করে দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতিয়ে রাখে এডিনবরা দুর্গোৎসব।



বিদেশের অধিকাংশ দুর্গাপুজোই অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহান্তের ছুটিতে কিন্তু এডিনবরা দুর্গোৎসব বাঙালীর ঐতিহ্য ও

পরম্পরা কে বজায় রেখে, দুর্গাপুজোর আয়োজন করে পঞ্জিকা অনুসারে। কলা বৌ মান, নবপত্রিকা, বোধন থেকে শুরু করে কুমারী পুজো, সন্ধিপুজো, দধিকর্মা, সিঁদুর খেলা সবই হয় চিরাচরিত নিষ্ঠা ও আচার সহকারে। প্রসাদ ও ভোগের ব্যবস্থা হয় মন্দির প্রাঙ্গণেই। এডিনবরা দুর্গাপুজোর প্রথম বছর থেকেই পুজো ও আচার অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন পণ্ডিত ব্ৰহ্মচারী





ব্রজবিহারী শরণ। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে ডক্টরেট ব্রজবিহারী মহারাজ বর্তমানে আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শাস্ত্র ও শিক্ষার প্রধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হিন্দু ধর্ম্যাজক (chaplain)। এবছরও তিনি সুদূর আমেরিকা থেকে স্কটল্যান্ড পারি দিচ্ছেন, এডিনবরা দুর্গোৎসবের প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা পালন করবার উদ্দেশ্যে।

দুর্গাপুজোর পাঁচটা দিন এডিনবরার প্রায় পাঁচশত বাঙালী যেন এক বৃহত্তর পরিবারের অংশ হয়ে ওঠে এডিনবরা দুর্গোৎসব কে কেন্দ্র করে। এডিনবরাবাসী বাঙালীরা ছাড়াও অংশগ্রহণ করেন অন্যান্য ভাষাভাষীর ভারতীয় ও বিদেশী মানুষজন। মাত্র আরাধনার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছোট ও বড়দেরে, গান, কবিতা, নাটক, ধূনুচি নাচ, নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি বাংলার মাটির সাথে পাঁচ হাজার মাইলের দূরত্বটাকে নিমেষে অদ্ভ্য করে তোলে। প্রকাশিত হয় বার্ষিক শারদীয়া পত্রিকা 'এডি-ব্রসম'। বিজয়ার কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ, সৌহার্দ্য বিনিময়ের রেশ কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই, সা.বা.শ. আয়োজন করে এক মনোজ্ঞ বিজয়া সম্মিলনী সম্ভ্যার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ঘোলো আনা বাঙালী খাবার যার অন্যতম আকর্ষণ। বিগত বছরের চেয়ে একধাপ এগিয়ে এ বছর বিজয়া সম্মিলনীতে থাকছে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার সাহানা বাজপেয়ীর একক অনুষ্ঠান ও এডিনবরার স্থানীয় বাঙালীদের নিয়ে বিচ্ছিন্নানুষ্ঠান। পেশা, শিক্ষা ও অন্যান্য কারণে এডিনবরাতে দিনকাটানো বাঙালী তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উৎযাপন করে এডিনবরা দুর্গোৎসবের মাধ্যমে। এডিনবরা দুর্গোৎসব কুর্নিশ জানায় বিশ্বজনীন বাঙালীয়ানাকে।





Amar dekha durga puja in Kolkata

Arushi Chandra

Durga puja is all about fun, meeting friends, wearing new clothes and a lot of food. Since I was a toddler to the age of 7 years, I used to visit Glasgow to see Durga puja just for a day. It was really hectic for me and my parents, we had to travel to Glasgow after school and work.

But now with the help of the local community, the Durga Puja is celebrated in Edinburgh as well.

Last year I witnessed the Puja in Kolkata (India). It is the biggest festival in West Bengal and people eagerly wait to celebrate it together with family and friends.

The Puja happens in my Granny's place, every year my Mom's uncle share the responsibility amongst themselves. Last year it was the responsibility of my Granny and Granddad.

Me and my cousin sister had already decided what to wear and when. I missed out on the bit of shopping as I reached on Sashti and the shopping was already done by my Granny! It was fun for the kids going to the Pujo badi wearing new clothes and jewellery. It was a bit busy for my parents as they had to prepare the Prasad and sit for the duration of the puja. In the evening all the extended family sat together and there would be some songs and dances and a lot of catch up since last year.

My dad played dhak. I helped playing kasar. I liked the Ashtami puja where everybody helped preparing 108 lamps and after Pujo our Purohit distributed some batasha which was fun.

On Dashami after sindoor khela it was time to bid farewell to our beloved goddess Durga. We went to ganga by a lorry to immerse the Durga idol. That was fun too, chanting "Bolo bolo Durga Mai ki" and "Asche bochchor abar hobe" . .

One fascinating fact about the prediction of weather during Puja, it depends on the mode of transport of the Durga idol!! For e.g. if the goddess arrives on boat then it will rain. If she arrives by elephant that indicates prosperity and good harvest season and so on.

For the Durga puja in India we had all my cousins and the extended family. It took a long time to get everything planned. I had lots of fun at my first Durga puja and I hope to visit Kolkata again.

This time we will be celebrating Durga puja with my friends in Edinburgh and I am looking forward to it.



Arushi is 11 years old. She studies in Primary 7 standard, loves travelling with parents.





THE SECRET OF THE ABANDONED MONASTERY

Soham Sinha

John didn't know what to think. He was going to move to a new house to somewhere far away. His parents and he had lived here, in this old Victorian house for seven years straight and they thought it was time to move but little did they know that they were about to move into an abandoned monastery that once was the venue of the death of nine explorers who were going to prove that ghosts weren't real in the real world. No one knew what happened to them because they were found two weeks later, at the bottom of the lake obviously left to drown and die. After that, 3 of the nation's best and renowned detectives were on the case. The day after, they were all found bundled up and tied to a rope hanging from the ceiling, dead. From then on, it was abandoned and later reopened but no one has ever stepped on the house carpet since.

They zipped up their suitcases and loaded them into the ginormous boot of the Volvo V40 Cross Country and got inside. They were going from here, Vancouver all the way to San Francisco, it would take them over half a day to get there but Johns parents didn't seem to have a problem with that. John did have a problem though, he was going to get bored to death, staying in a car and watching the 'scenic beauty', for 14 hours isn't an easy job for a twelve-year-old. He wanted to shout at his parents but it was no use they would just ignore him. A few hours later they had arrived and as expected, John wasn't impressed he had thought that it was a marble mansion with a grand garage and a huge garden. Without further ado, they took out the suitcases and walked into the house but to John, it wasn't very welcoming. Finally, he stepped onto the house carpet. The house was dusty and dirty, his parents told him to go in and explore the house until they bring out the suitcases. John walked round the staircase onto the living room, the wind whistled and fluttered through the carpet, he wanted to watch tv but unfortunately there wasn't one there so he just sat on the sofa. But before he could, something, a force, pulled him backwards and automatically sent a chill down his spine and gave him goose bumps. John turned around. Nothing. There was nothing. He ignored it though and decided to see his parents and walk out the living room but when he tried to do so the door slammed shut and a gust of wind came rushing at his way. Ok, now it was getting creepy he had to admit. There was a window which was closed. The window sills were dusty and the glass was broken and it looked as if someone threw a stone at it. Anyway, he was going to open it and get out and see his parents. He successfully opened it and it led him into the back yard which was small, even smaller than half his room. There was a gate at the far left-hand side which would probably lead him



to his parents. He ran but something very weird and unexpected happened, a hand reached up from the turf and grabbed his leg and it tripped him over making him land face first on to the grass. He cried for a few moments but got back up. Something smashed out the window, a rock. John decided that he had had enough of it. He was going to tell this ‘thing’ to stop. He went through the gate and suddenly it was dark. He couldn’t see anything because surprisingly there were no streetlamps. Out of the darkness there was a hand it held a knife. John took a moment to take this in but he was too late because the movement of the hand went up and came rioting down, a scream and a splatter of blood and that was that.

A week later, there was a family found dead, their names were Julia Macdonald, Robert Macdonald and the boy, John Macdonald.

From then on it was closed but twenty years later the government chose to open it, again. A family of seven arrived at the monastery, the parents looked at it with wide eyes because this, monastery was going to be their new home.



Soham is 11 years old, a football fanatic cool dude, loves dabbing and reading. His favourite subject is Mathematics.



বিসর্জন

দেৰার্ঘ্য কুমাৰ চক্ৰবৰ্তী

অওৱ কুছ হি দেৱ মে হাম কলকাতা মে উতৱেঞ্জে - শুনেই আনন্দেৱ এক অদ্ভুত অনুভূতি ছুঁয়ে গেল সমৱেশেকে
কত বছৰ হয়ে গেল সে বিদেশে আছে, তবু কলকাতা, তাৱ নিজেৱ শহৱে বাৱবাৰ ফেৱাৱ তাগিদ তাৱ আৱ
গেল না। আৱ পুজো হলে তো কোনো কথাই নেই - একেবাৱে পুৱো ঘোলো আনা।

প্লেনেৱ জানলা দিয়ে বাৱবাৰ তাকাচ্ছে সমৱেশ। রাতেৱ অন্ধকাৱে চাপা পড়ে গেছে এই শহৱেৱ বুকে জমে
থাকা হাজাৱো ক্ষোভ। নানা রঙেৱ মায়াবী আলোয় কলকাতা এখন তিলোত্মা। প্লেনে বেশ ভালো ঘূম হয়েছে
সমৱেশেৱ। নিজেৱ মনে মনেই এই কদিনেৱ একটা ছক কেটে ফেলল সে, - আজকে পাড়াৱ পুজোগুলো দেখে
নেব। কালকে না হয় বাকি কলকাতা। গতকাল আৱ আজকেৱ মধ্যে কিছু সময়েৱ পাৰ্থক্য মাত্ৰ। কিন্তু তাৱ
মধ্যে প্ৰেক্ষাপট বা চিৰনাট্যেৱ স্ক্ৰিপ্ট সবই অদলবদল।

গতকালেৱ কথা মনে পড়তেই একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেলল সমৱেশ। সত্যিই বাঁচানো গেল না ছোট শিশুটাকে। কতই
বা বয়স হবে - মাত্ৰ ছয়। অনেক চেষ্টা কৰেছিল হাসপাতালে ওৱা সবাই। সমৱেশেৱ কাছেই ছেলেটা এসেছিল
পেশেন্ট হয়ে - এই দু-তিন মাস আগে। ক্যাঙাৱেৱ লাস্ট স্টেজ। সেই সাথে বাৰা-মার বিবাহবিচ্ছেদ, আবাৱ
তাদেৱ অন্য জায়গায় বিয়ে - সব মিলিয়ে মানসিক অবসাদও বাসা বেঁধেছিল তাৱ মধ্যে। এইসব ভাবতে
ভাবতেই একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন কলকাতার মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি পা চালাল সমৱেশ
। বেৱিয়েই প্ৰিপেড ট্যাঙ্কি ধৰতে হবে। নয়তো লম্বা লাইনেৱ ধাক্কা। আৱ এখন তো অনেকেই কলকাতা ফেৱে
। বিদেশীৱাও আসে প্ৰচুৱ। রাস্তায় স্বাভাৱিক ভাবেই ভীড়, মানুষে গাড়িতে রেষারেষি, কে নেবে কাৱ জায়গা।
ট্যাঙ্কি ছুটে চললো পুজোৱ কলকাতা ভেদ কৱে টালিগঞ্জ।

কৱণাময়ী মোড় দিয়ে ডানদিকে ঘুৱে সমৱেশেৱ ছিমছাম ফ্ল্যাট। তাৱ এই ধামতি নিতান্তই নতুন - বছৰ
খানেকেৱ হবে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। কলকাতায় হাতে মাত্ৰ কটা দিন। ছাটাতেই বেৱোৱে বলে ঠিক কৱল
সমৱেশ।

এদিকে বাড়িতে ঢোকাৱ সাথে সাথে হাজাৱো নোটিফিকেশনে মোবাইল ভৱে গেছে। তাৱ মধ্যে কয়েকটা
অফিসিয়াল ইমেইল আছে হাসপাতাল থেকে। সেগুলোৱ উত্তৱ দিতে দিতে ঘৱটা একটু গুছিয়ে নিল সে। বন্ধুদেৱ
ফোন কৱে জেনে নিল সবাই প্যাণ্ডেলে আছে কিনা। তাৱপৰ নতুন পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বেৱিয়ে পড়ল সমৱেশ



। মাত্র কদিনের জন্য, সব সমস্যা, যুদ্ধ, গোলাগুলি ভুলে শহর সেজে উঠেছে আলোকমালায়। পাড়ার সেই পুরোনো প্যান্ডেলে চুকেই সামনে পেয়ে গেল সুদীপ আর সুব্রতকে।

- কীরে ভাই কেমন আছিস?
- ওই বেঁচে আছি। তোর হালচাল বল্। পুরো তো সাহেব!
- চল্ হাট্। কথা পরে হবে। চল বেরিয়ে পড়ি।
- হ্যাঁ, আবার লম্বা লাইনের তো চাপ আছে।

বেরিয়ে পড়লো তিনজনে। সেই স্কুল থেকে সহপাঠী। সুব্রত আর সমরেশ এক কলেজে পড়লেও সুদীপ আলাদা কলেজে। তবে কেয়ার অফ মুখপুষ্টিকা - যোগাযোগ আছে ভালোই।

- তুই টিষ্ট না ফোটিষ্ট যাচ্ছিস বললি?
- ওই তেরো চোদ্দোর মাঝামাঝি, ভোর বেলা ফ্লাইট, তেরোইধৰ্
- ও, খেতে ডাকছিস্ কবে?
- তুই যেদিন বলবি, স্পনসর তো তুই।

হেসে উঠলো সবাই। এই খেতে চাওয়া আর খাওয়া ক্লাস ফোর থি থেকে শুরু হয়েছে। আজ এত বড় হয়েছে সবাই। তাও এই প্রশ্নটা বদলায় নি। ভাই খাওয়াচ্ছিস্ কবে?"

ঠাকুর দেখে, ফুচকা -বিরিয়ানি স্বস্থানে চালান করে বাড়ি ফিরতে বাজল প্রায় রাত এগারোটা। ওরা ঠিক করেছে কালকে খাস কলকাতার ঠাকুর দেখে নেওয়া হবে। সেই পুরোনো বাগবাজার বা কলেজ স্ট্রিট ঠাকুর না দেখলে পুজো আর জমে না।

তবে তার আগে সকালে সমরেশের বাজার যাওয়াটা মাস্ট। বাড়িতে চাপাতার খালি কৌটোটাও আজ ওর দুরবস্থা দেখে মুখ টিপে হেসেছে।

পরদিন সকালেই থলে হাতে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ। "হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্সিগঞ্জে পদ্মাপারে" - এই হাট যদিও বসেছে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথে করুণাময়ী বাজারে। মাছের দাম ফিবছরই উর্ধ্বমুখী। বাজার করে বেরোনোর পথে সমরেশ ভাবলো - একটা আনন্দবাজার নিয়ে নেই। আজকাল অনলাইনে



পত্রিকাটা পড়ে নিলেও হাতে নিয়ে এপাতা ওপাতা উল্টানোর মজাই আলাদা। তাছাড়া পুজোর প্রোগ্রামের লিস্ট তো পাওয়া যাবে।

বাড়ি এসে বাজারটা তুলে রেখে চায়ের কাপে একটা আয়েশের চুমুক দিয়ে সে চোখ রাখল খবরের কাগজে দেখেই মনটা ছ্যাং রে উঠলো! কালো কালির মোটা হেডলাইন। সিরিয়ায় শিশু হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণের ফলে মৃত্যু হয়েছে একষটি জন শিশুর। এই শিশুদের একজনও না জানে যুদ্ধের কারণ, না বোঝে আইডিওলজির কচকচানি। আর এই শিশুরা তো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন! হাসপাতালে, যেখানে মানুষ জীবনের সাথে লড়ে, যেখানে মনুষ্যত্বই শুরু ও শেষ কথা, জাতি ধর্ম বর্ণের যুক্তি যেখানে অবাস্তর। পরপর শুয়ে থাকা শিশুগুলোর মুখের ছবি তাকে আবার মনে করালো গত পরশু হাসপাতালে মারা যাওয়া শিশুটির কথা। ডাক্তার হওয়ার পরও মৃত্যু সমরেশকে এখনও একই ভাবে নাড়া দেয়। এসব ভাবতে ভাবতে আর কাজের ফাঁকে সাড়ে দশটা কখন বেজে গেছে সে বুবাতেই পারেনি। বন্ধুরা অপেক্ষা করবে। তাই মুড়টা বিগড়ে গেলেও বেরিয়ে পড়লো সমরেশ। পুজোর দিনে বন্ধুবান্ধব আর ভিড়ে ঠাসা রাস্তাঘাটই মন ভালো করার মোক্ষম দাওয়াই।

ক্লাবের সামনে বাঁদিকে ঘুরেই মিষ্টির দোকান। সেখানেই সুদীপ আর সুব্রত দাঁড়ানোর কথা। পেয়েও গেল ওদের ওখানে। মেট্রোতেই যাওয়া হবে ঠিক হয়েছে। সুব্রত বলে উঠলো

- বিকেলে তোদের প্ল্যান কী?
- তেমন কিছুই নেই। কেন বল্ তো?
- তাহলে, প্যান্ডেলে কিছুক্ষন থেকে আমার বাড়ি চলে আয়। সারারাত বসে আড়ডা হবে।
- তোর নিশাচরের স্বভাবটা গেল না সুব্রত। ঠিক আছে চলে আসব।
- আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস?
- হ্যাঁ, তেমন কিছু তো নেইই। কেন বলতো?
- আরে সিরিয়ার খবরটা আছে না! একষটিটা শিশুর.....
- ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে সে তো হামেশাই লেগে আছে।
- দেশটাকে যুদ্ধ আর বোমা তাই ডুবে যাবে।



- শুনেছি ওদের যুদ্ধের পেছনে যারা আছে তারা নাকি রীতিমতো ভালোমাপের বিজ্ঞানী । ওদের ওখানে বোমা-টোমা তৈরির ল্যাব ও আছে।

- কলকাতার মতোই ব্যাপার । বেশী বুদ্ধিজীবী একসাথে হলে এই হয়।

সুদীপ আর সুব্রত হেসে উঠলো । সমরেশ একটু জোর করেই হাসল ।

মেট্রো এসে থামলো মহাআ গান্ধী রোড স্টেশনে । সেখান থেকে এবার তিন বন্ধুর হাঁটা শুরু । প্রথম টার্গেট বাগবাজার । প্রতি বছর সবাই একইরকম সাবেকী প্রতিমা দেখে যাচ্ছে, তবু মানুষের উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়েনি একফেঁটাও । হঠাৎ পাশ থেকে কানে এলো

- কিছু দ্যান বাবু...

শুনে ঘুরে তাকিয়েছে সমরেশ, বেরিয়ে আসার পথে । এক মা কোলের শিশুকে নিয়ে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে । সমরেশ সবে মাত্র মানিব্যাগ বের করে ১০ টাকা খুঁজছে, তখনি সুব্রত বলে উঠলো

- ওরে এত দয়া দেখালে পকেট তো ফাঁকা হয়ে যাবে ।

- মানে!! পুজোর দিন তো! এরা কি এমনি এমনি চায় রে?

- আরে ধূস, জ্ঞান না দিয়ে পা চালা । বেশি সন্ধ্যা হলে ভিড়ে ঠাকুর দেখা মাথায় উঠবে ।

দশ টাকার নোটটা হাতে ধরা, বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এল সমরেশ । এদেশে জিনিসপত্রের দাম রোজ বাড়ে, নতুন ট্যাক্স বসে, মানুষের দাম বাড়ে না.

তারপর বেশ কিছুটা হেঁটে সবাই পৌছালো কলেজক্ষেত্রারে । চন্দননগরের আলোকমালায় চারপাশ একেবারে স্বর্গ । আর স্বর্গাদপী গরিয়সী হিসাবে তো আলো করে আছেই বিশাল প্রতিমা.

এইভাবে মহম্মদ আলি পার্ক, শোভাবাজার রাজবাড়ি, আহেরিটোলা, বেনিয়াটোলা শেষ করে যখন সবাই সুব্রতের বাড়ি পৌঁছল, তিভিতে তখন রাত দশটার খবর । চাইনিজ আনাই ছিল । জমিয়ে ডিনার খেয়ে মাদুর নিয়ে সবাই উঠতে গেল ছাতে ।

এই একই ছাতে 'এক আকাশের নিচে' তিন বন্ধু কত গল্প যে করেছে, আর্কটিক থেকে এন্টার্কটিক, টি.এম.সি. থেকে সি.পি.এম. প্রায় সবই ছুঁয়ে গেছে এই আড়ডা । তবু যেন ঠাকুরার ঝুলির মতন তা আর ফুরোতে চায় না ।



- সমরেশ, বিয়ে করছিস্ক কবে ?
- ও তো মেমসাহেব বিয়ে করবে.....সুদীপের টিপ্পনী
- ফালতু কথা সব। তবে তোদের জন্য মেমসাহেব খুঁজে দিতে পারি।
- থাক, আমার বাঙালীই ঠিক আছে।
- বটে! কেউ জুটিছে মনে হচ্ছে...
- না জোটেনি, জুটে যাবে, চাপ নেই, আমি বলে কথা
- আচ্ছা! আর আমরা দুজন কী আঙুল চুষবো?

সবাই হেসে উঠলো। সাক্ষী থাকলো চাঁদ আর একদল বিঁরি পোকা।

সুদীপ বললো

- আচ্ছা তোদের ওই পুকুরে আর ভূত নেই তো?
- তুই এখনও ভয় পাস্ক নাকি?
- আছে নাকি!! ভাই আমি কাটবো
- আরে না না

সুদীপ ভূতে বেশ ভয় পায়। সুব্রত ওকে আগে বলেছিল যে বাড়ির পাশের পুকুরে নাকি ভূত আছে। সেই থেকে সুদীপ একা ভুলেও ছাদে আসে না।

এইরকম হাজারো গল্প করতে করতে কখন যে সকাল হয়ে গেছে কেউ জানে না। সকালে প্রায় বারোটা অবধি ঘুমিয়ে দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে সবাই চলে গেল। আজ বিজয়া দশমী। কিছু মিষ্টি টিষ্টি তো কিনতেই হবে। সন্ধ্যায় সবাই মিলে ক্লাবের ভাসানে গেল। বাজনা, উদ্বাম নাচ সব সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল সমরেশ।

পরদিন তেরো তারিখ। অনেক কাজ। গুছোতে হবে সুটকেস্টা। পুজোর ফাঁকে প্রায় সময়ই হয় নি। সকালে একটু ফ্রেশ হওয়ার তাগিদে বেরিয়ে পড়ল সমরেশ মর্নিং ওয়াক করতে। দিনের এই সময়টাতে অনেক অঙ্গুত লোকজন দেখা যায়। কেউ শুধুই হাঁটে, কেউ হাজারো রকমভাবে ছোটে, কেউ হাঁটার ফাঁকে ফাঁকে কসরৎ করে,



কেউ আবার তারই মধ্যে এ নাক থেকে ও নাকে আঙুল চালান করে প্রাণবায়ুকে সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

বড়দীঘির ধারে চায়ের দোকানে এসে বসল সমরেশ।

- এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট

- হ্যাঁ, দিছি বাবু, পাঁচ টাকা

একটা নয় দশ বছরের ছেলে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে - নোংরা জামা প্যান্ট, ঘাড়ে একটা গামছা।

- এই যে

সমরেশ চা-টা নিল

- তোমার নাম কী?

- কানাই

- কোন ক্লাসে পড় ?

- আমি তো স্কুলে যাই না, দোকানে থাকি।

- সেকি!! পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে না?

ছেলেটা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। দোকানে কে যেন বলে উঠলো

- এই কানাই, চা দে, একটা চা

- বাবু আসছি, ডাকছে

ছেলেটা দোকানে চলে গেল। একটা নয় দশ বছরের ছেলে চা-এর দোকানে কাজ করে, আর আমরা স্কুল-কলেজের রচনায় শিশুশ্রমের নিয়ে যুক্তির ঘড় তুলি আর তারপরই বলে উঠি, "কানাই এক কাপ চা---"।

চা-টা নিয়ে সমরেশ একটু এগিয়ে গেলো দীর্ঘ ধরে। এখানে পাড়ার অনেক প্রতিমাই ভাসান হয়েছে গতকাল। বাড়ির প্রতিমাগুলো কাছেপিঠের মধ্যে এই দীর্ঘিতেই সাধারণত ডোবানো হয়।



Edi-Blossom 2017

প্রচুর ফুল মালা, রংচটা প্রতিমার কাঠামো পড়ে আছে এখানে সেখানে । সামনে এক জায়গায় শাপলা ফুটে আছে একবাঁক । সাদা শাপলায় ভরে গেছে দীঘির এই দিকটা । এগিয়ে গেল সমরেশ । শাপলার বনের মধ্যেই আটকে আছে প্রায় আটনটা প্রতিমা । রং চটে গেছে বেশ কয়েকটার । চিত হওয়া প্রতিমাগুলোর শরীরের বেশ কিছু অংশ চোখে পড়ে - সুড়োল নাক, অস্ত্রহীন হাতের কটা আঙুল, জড়ির পাড় বসানো আঁচল ।

সাদা শাপলার চাদরে ঢাকা সারিসারি প্রতিমার কাঠামোগুলির দিকে তাকিয়ে সমরেশের মনে পড়ে গেল খবরের কাগজে দেখা সারিবদ্ধ সিরিয়ান শিশুগুলির মুখ । এত জাঁকজমকের পুজো, এত উদ্দীপনা, হাজার ব্যস্ততার পর যখন প্রতিমার বিসর্জন হয়, তখন প্রকৃতি কেমন তার কোমল ভালবাসার চাদরের আড়ালে তাকে সাদরে গ্রহণ করে । তেমনই কত আনন্দ,

ভালবাসার মধ্যে জন্ম হয় একটি শিশুর কিন্তু সমাজ আর সভ্যতা তাকে এমন জায়গায় ঠেলে দেয় যে সেখানে সে পড়াশোনা ছেড়ে দোকানে চা বেচে, ভিখারী মায়ের কোলে নিষ্ফল কান্নায় পুজো মন্ত্রপ

ভরিয়ে তোলে, অসহায় বাবা-মা চোখের জলে তার ডেথ সাটিফিকেটে সই করে । জীবনের মূল্য, সভ্যতার সংজ্ঞা সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সমরেশের । টুকরো টুকরো ছবি একেকটা ভাসছে । কে যেন তার কানে কানে বলছে, "বাবার নাম" "মায়ের নাম" "আই অ্যাম সরি মিস্টার দাস" । ডুকরে কান্নার কিছু শব্দ । তারই ফাঁকে ফাঁকে দীঘির জলের মতই সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুরতা ।



দেবীর্য, প্রাণে কলকাতার ছেলে, পাড়ি দিয়েছি দূর বিলেতে । কিন্তু " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" সবসময় ফিসফিস করে কানের পাশে । তাই প্রকাশমাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি "স্বাধীন কলম" । ভালো আছি, ভালো থেকো.....দূরদেশী ॥



Edi-Blossom 2017

Thanking our sponsors.



Empowering Scotland's Ethnic and
Cultural Minority Communities



HISTORY
HERITAGE &
ARCHAEOLOGY

• 2017 •





THE DEATH SIGHT....

Arnav Chakraborty

Humphrey was sitting on the couch, watching TV with Desmond and Raymond. It was the Liverpool FC VS Manchester United FC match and it was currently 1-1 in the 90th minute it was a PENALTY TO LIVERPOOL!!!!!!! Humphrey and Desmond were filled with joy as they were Liverpool fans. Firmino stepped up to take the penalty and.....

The TV went blank but how??? The TV remote was on the table. "What happened" asked Desmond. "He probably missed anyway so who cares" said Raymond. Humphrey tried to turn on his phone but it didn't work". "How is this happening".

They went to bed.

THE NEXT MORNING...

"I had the weirdest dream", Desmond said," It was about a ghost that killed me, Humphrey and Raymond. Raymond was scared. "What if it is true though". Me and Desmond knew he was talking nonsense. We had breakfast and then watched TV. They got bored so they went outside and played football. The two of them took shots into Humphrey since he was a goalkeeper. They were both strikers so obviously they would do some decent shots. After 1 hour of that they went back inside and played on Humphreys PS4. Sadly, Desmond and Raymond had to go home. He continued playing FIFA but suddenly he felt a huge gust of wind behind him, which was weird because his room windows were closed and his fan wasn't on. He continued to play FIFA and then the mysterious wind comes again! He felt a bit weird so he stopped and then his mum says he has to study which was annoying but at least that wind didn't come again.

The next day Humphrey had a football match against Dalkeith his team never win against them for some stupid reason. Luckily, they managed to get a 4-4 draw. Humphrey skilfully saved a penalty onto the post, he also ended up getting man of the match. After he got back from the match he turned on the news. It said on the bottom; BREAKING NEWS: MYSTERIOUS GHOST SPOTTED NEAR THE WOODS. "Oh well must be some rumour", said his mum.



The following day Desmond and Raymond went to Humphrey's house for dinner. But then another ginormous gust of wind, they felt it too. "What was that", said Desmond." Not sure" Humphrey said. This time he went to get his mum but Humphrey couldn't find her, she didn't say she was going anywhere so he was confused so he sent Desmond to look everywhere then when he went into to the bathroom he shouted for Humphrey and Raymond. A tear drop came from Humphreys eye. They found his mum lying on the ground with blood everywhere. Soon Humphrey burst into tears. "I can't believe she's dead, "Humphrey cried. He then went to bed and Desmond went downstairs. He was going to tell Raymond what happened but then sees a blood trail leading right to Raymond's dead body! "Whyyyyyyyy" Desmond screams. He told Humphrey what had happened. "How is this happening" Humphrey cried. "I'll tell you how", his mum said!!! "You're alive" but how. "Me and Raymond decided to play a prank on you since it was Halloween. Desmond and Humphrey didn't know it was Halloween. "But what about the blood" Humphrey said. The blood was ketchup.

It turns out everything was fine, but what was that shadow as big as a monster.....still no one knows, mystery!!!!



Arnav is 10 years old. He is a keen footballer-player and loves watching football, a true Liverpool supporter. He loves playing music too. Learning violin, guitar and trumpet. He is a keen IT guy, likes to explore things.



The Mysterious Time Machine

Aryan Chakraborty

Jeffrey was 10 years old. He was an only child living in Glasgow, Scotland. He was playing FIFA 18 with his three friends Jake, Logan and Paul. They were playing 2v2 on FIFA. Jake and Paul were Chelsea while Logan and Jeffrey were Liverpool. Chelsea won 13-0 since Jake had competed in the FIFA Interactive World Cup. After their FIFA match Jake, Logan and Paul went home while Jeffrey was told to do his homework.

The next day, on the news it was announced that scientists were able to crack time travel and one person at random will be chosen and the winner would know if they get an email from the government. The person will also receive a staggering total of 1 billion pounds. Jeffrey couldn't believe it, after the announcement he called Logan as Jake and Paul weren't available and told him about the time machine and how much he wanted to win it. The next day was Jeffreys birthday and when he checked his emails he got a surprise. The government asked him and 3 others to try out the time machine and everyone will receive one billion pounds each.

Jeffrey told Jake, Logan and Paul about it and they wanted to try it out. Everyone told their parents and since the cash amount for completing it was huge they all said yes. Everyone had cake and then Jeffrey, Jake, Logan and Paul set out for their expedition. When they got inside the time machine all of them were arguing about where in the past they should go to. Jeffrey wanted to go to the prehistoric dinosaur times, Paul wanted to go to the Roman times, Jake wanted to go to the Victorian era and Logan, who loved violence, wanted to go to world war 2 era. They all had a vote eliminating each suggestion and the winner was World War 2. They all wanted to see what it was like so they typed in 1941 and there they were Britain 1941. The middle of world War 2. It was broad daylight in WW2 Britain. They all remembered that when they were learning ww2 in school there was severe bombing in the night so that's why the buildings were reduced to rubble around them. In the night, the air raid sirens were making noise, the kids didn't have anywhere to go so they decided to hide behind a bush and luckily they survived the bombing.

The next day they wanted to go back home but the time machine wasn't working. They had to do something. Everything was destroyed so they had to use their minds. The best technology was in Nazi Germany but how are they going to get in there. The borders were closed and they will have to speak German and they would have to pretend to be German as well. They had to get into occupied France





and get a train to Germany. They would also have to get fake ids. Paul had a plan. He suggested to get a plane and fly it to Germany but how would they fly it and where would they find a plane. Jeffrey found a pilot and he was interested to help them get to Germany. The only problem now is they needed to be able to speak German. Luckily the pilot knew to speak German and he was interested to give them lessons but he charged a price. They had to use a different plan. Jake said that they could sneak on a bus to the south coast of England, get a boat to France and walk the distance to Germany and they could learn German on the way. So that's what they did, the next day they got a bus to the south coast and they spent at least a day on the channel and when they reached Nazi occupied France they seen the German everywhere but they were too tired to walk. They went into hiding for a night then they sneaked past the guards and entered Germany. They had to get into Berlin and while they were in Nazi Germany they couldn't speak any English. Luckily, they picked up some German and they also bought a Nazi flag with them. They walked to Berlin and they found a place to fix the time machine but the boys refused to say what it was.

After it was fixed they went behind the bushes and activated the time machine. They were back and since the days didn't count back in time it was still Jeffrey's birthday. They told the government and they each got 1 billion pounds and their parents were looking to buy a mansion. They were going to be rich...



Aryan, is 12 years old, loves sports, and prefers watching them. A Chelsea fan, Aryan is a keyboard player and performed solo in Edinburgh Mela 2015, Edinburgh Music Festival in 2014 and 2015, SIAF's Dusherra on 2015 too. He loves reading and his favourite subject is Mathematics.



Edi-Blossom 2017

The Storyteller's Home

Subhadip Paul

I am a bright blue home-bird
Warbling in my comfy nest
Is my favourite pastime
But on certain empty days
I long to be really forfeited
But definitely not forever
Forever is too long & bitter
I can't digest a cynical wait
I'd rather be a bird forgotten
Atop a firm but crooked branch.

With mercury retrograde, its chaos
And total pandemonium in home
Still I long to be home, big time
And live with my Krishna mantras
Illogic, delusions and endless typos
I've had enough of mountebanks
Tell me what's right & what's not
I'm a words-nerd, slowly plying along
Through ether, syllables & vast lands
Hitting it hard at everything normative.





Edi-Blossom 2017

I'm at home with reframed metaphors
I'm in flight with every migratory bird
Bar-tailed godwits and soaring Griffon vultures
Travel-freak terns & Tundra red knots
Also find me in faces, not freaky emoticons
Black, brown, mulatto, white, no matter what
I'm at home in every clime & condition
I don't intend to weep by new riverbanks
If I can pick up pebbles by their shores
And tell my story, unfazed, unhindered.



Subhadip Paul has an M.A., M.Phil and Ph. D in English Literature from Jadavpur University, Kolkata. He has worked on South Asian Diasporic Sensibility and East-West Cultural Relations in Indian Expatriate Literature. He currently teaches at the School of Literature, Language & Culture Studies, Bankura University. His first book of poems 'Finite Sketches, Infinite Reaches' was published by Writers Workshop, Kolkata in 2007. Recently his poem 'Scotbuds' was selected in Thali Katori: An Anthology of Scottish South Asian Poetry, Eds. Bashabi Frazer & Alan Riach, Luath Press. Dr. Paul is also working on a quest novel structured as a three-generational family saga.





My First Holiday

Anika De

Once when I was five and a half year old my parents told me I was going to India. I was super excited to be going to India because I hadn't about it was that I was born there. Now, however I know that most of my many, many relatives live there.

To get to India I took a plane, the first time I went to an airport I was one but this time I was five. Never in my life had I ever seen so many people and at that time it was pretty overwhelming. Staring at the strange ladies with the perfect hair and makeup wondering how long it took them to achieve that look (I didn't know they were air hostesses) basically everything was new. Eventually we found our gate and as quick as a flash we were boarding. Taking off was magical but as we flew higher and higher it got even better. Meanwhile, as I was trying to tell Mum and Dad about the view I realized that they had fallen asleep! No sooner than we had taken off we arrived in Calcutta. After we left the airport I noticed a huge difference in the temperature, in the airport there was air conditioning but outside it was so warm. The first thing we had to do was to hire a taxi to my Gran's house, then we had some food and we were off, "We better find our bus to the station," said Dad "We don't want to miss out train. Once we got on the train we got off about two or three stops after the one we were at, at last we had come to the Durga Puja the most famous Hindu festival in the land. Everything was so bright, colourful and grand, if you went you wouldn't want to leave.

Afterwards we got on the train again and this time we got off at Vizag. It was amazing, there was a beach and everything. Looking down from the cable cart was a really awesome feeling. We went to so many different places but sadly, in what seemed to be a matter of seconds we were going home.



Anika is 9 years old; she goes to Toronto Primary School, Livingston. She likes gymnastics, hair styling and baby animals like puppies and kittens.



করস্টোরফিল হিল

সম্মাট ধর

করস্টোরফিল নাম টা উচ্চারণ করা কষ্টকর হলেও জায়গাটা খাসা। কোনো এক কালে স্কটল্যান্ডের এক অখ্যাত গ্রাম ছিল, এখন এডিনবরা শহরেরই অন্তর্গত। আমি এখানেই থাকতাম।জায়গাটা নিরিবিলি, মনোরম, হলেও অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার কোনো অভাব ছিল না। তা এই করস্টোরফিল ভিলেজ ছিল একটি ছোট পাহাড়ের কোলে, নাম করস্টোরফিল হিল। এই অঞ্চলের বাড়ীগুলো সব ছোট ছোট কটেজ বা বাংলো সদৃশ, সামনে বাগান, ভারী সুন্দর। করস্টোরফিল হিলের উচ্চতা বেশি নয়, মেরেকেটে ৫০০/৬০০ ফুট হবে, তবে এই পাহাড় ন্যাড়া পাথুরে নয়, জঙ্গলাকীর্ণ। আর এই জঙ্গল অল্পবিস্তর ঘনই বলা চলে। করস্টোরফিল হিলের এই জঙ্গল কে করস্টোরফিল উডস ও বলা হতো। এই পাহাড়ের কোলেই রয়েছে এডিনবরা চিড়িয়াখানা। করস্টোরফিল হিলের মাথায় আছে করস্টোরফিল হিল টাওয়ার, যেখান থেকে শহরের অনেকটা ভারী সুন্দর দেখা যায়, দেখতে পাওয়া যায় দারুণ সূর্যাস্ত। এই করস্টোরফিল হিলের এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা নিয়েই গল্প। তবে এ গল্পের প্রধান চরিত্রটি আমি নই, আমার বন্ধু,কলিগ ও রুমমেটে সুমিত, আমি ছিলাম এ ঘটনার সাক্ষী।

স্কটল্যান্ড ঐতিহাসিক ভাবেই গা ছমছম করা এক দেশ। এডিনবরা শহরেও আছে হাজারো গল্প। সন্ধ্যের পরে শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু বাইরের রাস্তাঘাটে নেমে আসে এক আশ্চর্য্য নির্জনতা। আবছা হলদেটে স্ট্রিট লাইটের আলো সেই নির্জনতা কে মাঝে মাঝেই এক আধো ভৌতিক পরিবেশে পরিণত করে। একদিন এই করস্টোরফিল হিল টাওয়ার এর খোঁজ আমিই দিয়েছিলাম সুমিতকে। সুমিত তখন নতুন নতুন একটা ভালো ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনেছে, ঠিক হয়েছিল অফিস থেকে ফিরে একদিন দুজনে যাবো করস্টোরফিল হিলের চূড়োয়, সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক শোভা কে ক্যামেরাবন্দী করা হবে।

একদিন অফিসে থেকে ফিরেছি দুজনেই, সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা হবে, এখানে বলে রাখা ভালো এডিনবরা তে গ্রীষ্মকালে অনেকক্ষণ আলো থাকে, সূর্যাস্ত হতে হতে প্রায় রাত ৯টা সাড়ে ৯টা। সুমিত প্রস্তাব দিলো, আজ দিন টা ভালো, বৃষ্টিপাত নেই আজ যাওয়া যাক! কিন্তু আমি সেদিন একটু ক্লান্ত থাকায় ল্যাদ খাওয়াটাই শ্রেয় বলে ঠিক করলাম অগত্যা সুমিত একাই বেরিয়ে পড়লো ওর ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়ে। আমার কাছ থেকে জেনে নিলো যাওয়ার রাস্তা।

সুমিতের ফিরতে ফিরতে একটু রাত হলো, তা প্রায় সাড়ে ১০টা পৌনে ১১টা, তখন অন্ধকার সবে নেমেছে। রাতে ডিনার সেরে সুমিতের সাথে গল্প হচ্ছিলো, সুমিত করস্টোরফিল হিলের একটা বর্ণনা দিলো।আমার বাতলানো রাস্তা মতো কিছু দূর গিয়ে আর কিছু পথ চলতি লোকজনকে জিজেস করে সুমিত করস্টোরফিল হিল



টাওয়ারে পৌঁছনোর একটা শর্টকাট রাস্তা আবিক্ষার করেছিল। আরো একটা রাস্তা ছিল যেটা বেশ ভালো এবং চওড়া কিন্তু সেটা অনেকটা দীর্ঘ সুমিত যে রাস্তা টা ধরলো সেটা অত্যন্ত সরু, খাড়াই আর জঙ্গলে ভরা। লোকজনের হাঁটাচলার ছাপেই যে রাস্তাটা তৈরী হয়েছে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিলো, দিনের আলো থাকলেও ঘন বন জঙ্গলে তা বিশেষ পৌচছে না। তা এহেন পথ দিয়ে বেশ খানিক টা হেঁটে সুমিত একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলো, জঙ্গল টা আর ওতো ঘন নেই, রাস্তাটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খাড়াই পথ বেয়ে উঠে ক্লান্ত সুমিত দু মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোবে ঠিক করলো। তখনই একটা বাচ্চা ছেলে কে সুমিত দেখতে পেলো, যে পথে ও উঠেছে, তার উল্লে দিক দিয়ে হেঁটে আসছে, হাতে একটা মোবাইল ফোন, সেটাতেই খুটখুট করতে করতে হাঁটছে। ছেলেটার বয়স ৯/১০ বছরের বেশি হবে না, আর পাঁচটা ক্ষটিশ বাচ্চাদের মতোই সৌম্যকান্তি চেহারা, সোনালী চুল। সুমিত ওকেই জিজ্ঞেস করলো করস্টোরফিন হিল টাওয়ার যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা টা ধরবে? ছেলেটা গভীর ভাবে একটা রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, "গো স্ট্রেইট ফ্রন্ট দিশ ওয়ে"। সুমিত হাসিমুখে ধন্যবাদ জানালো, ছেলেটা সুমিতে কে পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সুমিত জিজ্ঞেস করলো, "হোয়াটস ইওর নেম? হোয়ের ডু ইউ স্টে?" বাচ্চা ছেলেটা সুমিতের দিকে না ফিরে উত্তর দিলো, "ক্রিস !! আই স্টে হেয়ার অনলি", সুমিত লক্ষ্য করলো ছেলেটার পরনে একটা ফুটবল জার্সি, পেছনে নম্বর ১০ আর নাম লেখা ফিয়ান (Fian). ছেলেটা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। সুমিত ওতটা গুরুত্ব না দিয়ে ছেলেটার দেখানো রাস্তা টা ধরলো, সানসেট এর আগে উঠতেই হবে, না হলে ভালো শট গুলো পাওয়া যাবে না, তারপর আবার নামাও আছে।

সুমিত নতুন উদ্যমে আবার হাঁটা শুরু করলো। 'ক্রিস' এর দেখানো পথে সুমিত মিনিট ১৫/২০ এর মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলো। পাহাড় চূড়োয় বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানেই অনেক টা জায়গা জুড়ে লোহার গ্রিল দেয়া করস্টোরফিন হিল টাওয়ার। গোটা শহর টা ছবির মতো দেখাচ্ছে, এক পাশে উত্তর সাগর, আরেকপাশে জুড়ে উঁচুনিচু নাম না জানা কত পর্বতরাশি। গ্রীষ্মকালের এডিনবরার পরিবেশ মনোরম, সাথে মৃদুমন্দ বাতাস, পড়ন্ত বিকেলের নেসর্গিক সৌন্দর্য যেন সুমিত কে এই রোজকার অফিস বাড়ির রঞ্চিন থেকে একটা বড়েসড়ে সতেজতা ফিরিয়ে দিলো। কষ্ট করে পাহাড়ে ওঠা সার্থক, সুমিত সাধের নতুন ক্যামেরায় বেশ কিছু ভালো ছবি লেন্সবন্দী করে দেখলো ঘড়ির কাঁটা নটা ছুঁই ছুঁই, তাই ঠিক করলো এবার নেমে পড়াই শ্রেয়।

ক্যামেরা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে, নামতে শুরু করলো, কিন্তু যে পথে উঠেছিল, সেই পথ টা যেন কিছুতেই অরে খুঁজে পেলো না, অগত্যা ধরলো সেই চওড়া রাস্তা টা, এই রাস্তাটা পরিষ্কার পিচ রাস্তা, বিশেষ গাছপালাও নেই, বোঝাই যাচ্ছে লোকজন দিবি পায়ে হেঁটে বা সাইকেল এ ওঠে এ রাস্তায়। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে, তা প্রায় ৪০



Edi-Blossom 2017

মিনিট পরে সুমিত পোঁছলো সেই জায়গাটায় যেখানে 'ক্রিস' নামের জনৈক কিশোর তাকে রাস্তা বাতলেছিলো, থামলো খানিক, পৌনে ১০টা বাজে প্রায়, আলো একটু একটু করে কমছে।

সুমিত বাকিটা পথ হাঁটবে, এই ভেবে আবার শুরু করতে যাচ্ছে সহসা তার চোখে পড়লে হাত বিশেক দূরে মাটিতে পরে আছে এক গোছা টাটকা লাল গোলাপ, একটু এগিয়ে ভালো করে দেখতেই গোলাপের আড়ালে চোখে পড়লো একটা ছোট কাঠের ক্রস। ছোট সমাধি একটা, পাশে একটা প্রস্তরফলক, তাতে লেখা, 'ইন লাভিং মেমরি অফ ক্রিস্টোফার ফিয়ান' - '১৯৯৫ - ২০০৪'. সুমিত এর কানে যেন প্রতিধ্বনিত হলো, 'ক্রিস', 'আই স্টে হেয়ার অনলি'.... জার্সি নম্বর ১০, 'ফিয়ান'

সুমিত সাত পাঁচ না ভেবে হাঁটায় মন দিলো, নেমে এসে বাস ধরে সোজা বাড়ি। রাতে খাওয়াদাওয়া হয়েগেছিলো, শুতে যাওয়ার আগের আড়ায় সুমিত গল্প টা বললো, প্রতিদিনের অভ্যাস মতো বাইরে বেড়িয়েছি শোবার আগে একটা সিগারেট খাবো বলে, পাশের বাড়ির বাগানে একটা ছোটো শিয়াল দেখতে পেলাম, আগেও দেখেছি, প্রতিবারই ছুটে পালায়ে, আজ যেন চোখে চোখ রাখলো, জ্বলজ্বল করছিলো সবুজাভ চোখটা, রাত সাড়ে বারোটা, শুয়ে পড়াটাই শ্রেয় বলে ঘরে চুকে গেলাম।



সম্মাট, পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি শ্রমিক, আর নেশায় যে কি সেটা সে নিজেও জানে না। জুতো সেলাই, থেকে চন্দীপাঠ, সর্ব ঘটের কঁঠালী কলা, সম্মাট ইজ এ জ্যাক অব অল ট্রেড, মাস্টার অব নান। করতে চায় অভিযান, সচিনকে মানে ভগবান। উৎসাহ, উদ্দীপনা ভরপুর, ভালোবাসে 'পাঁউরঞ্চি আর ঝোলা গুড়'।।





Edi-Blossom 2017

The Festival Diaries

Abir Ghosh Biswas

It's the Festival!

It's that time of the year again! It's August in Edinburgh and the International Festival and Fringe are in full swing! It's feels like an explosion of shows, dance, circus and theatre with people from all around the world who gather to share their stories and culture.

Every year my family makes a huge list of performances to attend. This year we started with the Edinburgh Royal Military Tattoo. I have never seen such a grand show! There were military bands, dancers, gunfights, fireworks; they even set a Viking Longship on fire in front of the Edinburgh Castle.



This year the theme for the Tattoo was celebration of seventy years of Indian Independence and I was so proud to see the performance in Edinburgh in front of a huge international audience.

Did you know that every show of the Tattoo has nearly 11,000 audience and a thousand performers from around the globe? There are twenty five shows each August and every show has been sold out for the last eighteen years. The Tattoo raises about a 100 million pounds every year and a large part of this supports our local Scottish Charities.

There were at least ten different circuses in the huge Circus Hub this year. We went to the ones from Columbia and Quebec. The Columbian one had such daring acts; there was a lady who was holding up a big burly man by her teeth! I wondered if Columbian toothpaste made teeth extra strong. I wanted to find out from the lady after the show but Mum did not let me!



We also visited the Lego artists who built the City of Edinburgh with a million Lego bricks during the four weeks of the Festival. My favourites were the ferris wheel and the helter skelter on Princes Street Gardens and the Forth Road bridge.

A large number of shows this year promoted international peace. I heard the most wonderful Sitar performance by Anouska Shankar. She presented her new album "Land of Gold" and it was dedicated to refugees and victims of war. I never thought I would enjoy the sitar when my Mum bought the tickets but I am so glad I went because the concert was brilliant!

And then in the BBC Tent I found out that the Edinburgh Festival and Fringe Society works closely with an organisation called Creative Carbon Scotland. They showed me how to be a responsible citizen during the festival and try to reduce carbon footprint by recycling rubbish, food packets and plastic bottles as well as using e-tickets and avoid printing vouchers.

My favourite shows are always the street performers on the Royal Mile and at the Meadows opposite my school. Every year there are so many new shows and some look quite dangerous! I always sit in the first row and sometimes I get called to help out the performers which is such fun! I wish I could travel like these performers; they tell such fantastic stories of their homes. This year I saw a fire-eater from Australia, a funny acrobat from America and a Chinese student who danced and painted pictures of Edinburgh at the same time.

I am very proud that I live in this 'Little City' which hosts this grand Festival every year. When I am older I will definitely work hard and participate in the Festival and help raise money for Scotland.



Abir studies in P6 in George Heriots School. He is a very enthusiastic football and cricket player. He loves mathematics and plays violin.





Edi-Blossom 2017

আগমনী শৌভিক দণ্ড

তোমাকে সব বলা
তোমারি সাথে চলা,
তোমারি মাঝে জীবনের গান
তোমার মান ই আমার সম্মান।

কেটে যাবে মোর বাকি দিনগুলি
তোমার ছেলে হয়ে,
ভয়ের শেষে শক্তির বেশে
থেকো আমার হয়ে।

আগমনীর আগমনে
তুমি জীবন পরী,
সকল দুঃখ দূর কর মা
ভরো সুখে সবার বাঢ়ি।

বাঙালীয়ানার সবটা জুড়ে
তুমি বিরাজমান,
কবে আসবে তুমি এই আশাতে
আমাদের সব গান।

এসো আবার এসো বারবার
আমাদের মা হয়ে,
ঢাকের সাথে সিঁদুর খেলায়
আমি ধন্য বাঙালী হয়ে।



Souvik, 11 years in Edinburgh. Working in Holiday Inn, Corstorphine Road as an Assistant Food & Beverage Manager. He loves to hearing any song, writing and dreaming about Kolkata.





Edi-Blossom 2017

Thanks to our sponsors



MR BASRAI'S World Cuisines

A World of Choice, Chinese, Japanese, Thai, Indian, Mexican, Italian, American,
British all under one roof





Back to roots!

Mondira Dasgupta

It is that time of the year when my mind transports to my home city - Kolkata at every opportunity it gets. A little disconnect from the surrounding and off it goes. And I see myself taking one route or the other - sipping from the stream of lights that brighten up my city. I would wander around in those busy shopping malls - "I still don't have the showstopper for ashtami ready" is what I think. The autumn sky in Kolkata must be knowing about Durga puja. It must have set the scene perfectly with the fluffy white clouds on the blue sky. It is mohalaya today. I tune in to the radio strictly at 4am. I will surely hear the voice of birendra krishna bhadra if I try hard.



I find myself not only at Kolkata but the thoughts have taken me back in time as well. I cannot remember that year in my childhood when I first found Ma Durga looking right in my eyes the moment her face emerged back from the smoke of the dhunuchi. It was the time of the evening arati. I was dancing to the rhythms of the Dhaak. How could she notice the little girl with her father standing at the corner of the pandal I wonder, I could see drops of sweat on her cheek and what was that - did I just see her breath! What a magical moment it was to a child. I am taking a stroll through the often visited alleys in my memory and see myself busily jumping around from one rehearsal to the other -



only a few days left to Durga puja and we have dance steps to remember, memorising the dialogues of our play - so much to do is what we discuss- sisters and friends. I am yet to finish off the last chapter from the history book but here they come to mamma's dance pad - fun time begins. The celebration will reach its peak and then again conclude on dashami leaving us with a heavy heart. But to lift our spirits, we will have our cousins, grandparents, uncle and aunts with us to participate in a "Dasgupta" special tradition "jatra" which made us children proud for reasons unknown.

It is hard to be away from this festival city at this time of the year. It is harder to recreate the magic in a place faraway by distance, language, culture, weather and in so many other ways. It is not easy anymore to see ma Durga breathing with your grown up brain. But with the onset of celebrations at my resident city from last three years, I know I am filling up my brain with images that would keep coming back to me at every opportunity it gets.

I wish for a very happy, fulfilling Durga puja for all of us!



Mondira is a software consultant by profession, explorer in her heart. She loves visiting new places and reminiscing about the old.





কুহুর ইচ্ছে

মেঝী রায়

ছোট মেয়ে কুহুর খুব ইচ্ছে সে মা দুর্গার মতন সেজে গুজে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কত্তে লোক আসবে এই স্ট্যাচু দেখতে। এই তো আগের বারেই নির্মল ক্লাবের পুজোতে ঠেসাঠেসি ভিড় জীবন্ত দুর্গার শো দেখতে। তখন থেকেই কুহুর ইচ্ছে তাদের পাড়ার ক্লাবেও যদি এইরকম জীবন্ত দুর্গার থিম হতো, তাহলে বেশ হতো। নিদেন পক্ষে সরস্বতীর রোলটাও যদি জুটতো, তাহলেও সে দেখিয়ে দিতো তার কত্তে এলেম। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই থাকে।

আজ মহালয়া। সারা বছরের মধ্যে আজকেই সে নিজে থেকে সকাল উঠে পড়ে এবং বাড়ির বাকিদের জাগিয়ে তোলে। দেবী দুর্গার অসুর বধের গল্প তার জানা, তবুও নতুন নতুন মোড়কে সাজানো, নতুন নতুন ভাবে পরিবেশনা কুহুর বেশ লাগে। এই নিয়ে ক্ষুলে বন্ধুদের সাথেও বেশ তর্ক বিতর্কও হয়, যে কোন টিভি চ্যানেলে কোন দুর্গার কাহিনী সবথেকে আনকোরা হয়েছে। আর তো মাত্র সাত দিন, মা দুর্গা মর্তের জন্য পারি দিলো বলে। এখন তার ক্লাসিকাল নাচের অনুষ্ঠানের রিহার্সালও তুঙ্গে, তার সঙ্গে এবারেই প্রথম সে সোলো ড্যাঙের কম্পেটিশনে অংশ গ্রহণ করেছে। তাই নিয়ে বাড়িতে সবার খুব চিন্তা। একমাত্র কুহুই পুরো ব্যাপারটাকে এনজয় করছে মন প্রাণ দিয়ে।

শরতের আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা, শিউলি ফুলের সুবাস, বাজারে পদ্ম ও শালুকের ছড়াছড়ি, দূরে কাশফুলের বন যেন মাদুর্গার আগমনী সুর গাইছে। কিন্তু এই কিছুদিন যাবৎ পাড়ায় আবার নতুন রব উঠেছে ছেলেধরা নিয়ে, যদিও এখনো অন্ধি পাড়ায় কারুর কোনো বাচ্চা নিরুদ্দেশ হয়নি। শোনা যাচ্ছে ছেলেধরারা শহরের বিভিন্ন জায়গায় আগে ভাগেই আস্তানা গড়ে নিয়েছে, এখন শুধু ঝোপ বুঝে কোপ ফেলার অপেক্ষা। মেন্ টার্গেট এই দুর্গা পুজোর কটা দিন। যত্ন বেশি কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে তত তাদের পশার। তাই এখন পাশের বাড়ি যেতেও কুহুকে বড়দের লেজ ধরেতে হচ্ছে। মা, বাবার কড়া আজ্ঞা অমান্য করতে পারছে না ছোট কুহু।



আজ দিতীয়া। হটাংই ভোর ছটার দিকে চিৎকার চেঁচামেচি তে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। চারদিকে হলুস্তল কান্দ, নাকি এই পাড়ায় এক রাজস্থানি বুড়ি ছেলে পাচার করছে। কালকে মাঝরাত থেকে অনেকবার বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজন ভোর রাতে থানায় খবর দিয়েছে। তাই সকাল সকাল বুড়ির বাড়িতে খানা তল্লাশি নিতে দারোগা বাবু হাজির সদলবলে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে উঠেছে, আর পাঁচটা উৎসাহী লোকের সাথে কুহও পা বাড়িয়েছে বুড়ির বাড়ির দিকে।

বুড়ির বাড়ি বলতে এক কথাই ঝুপড়ি, তাতেই নানান রং বেরঙের কাপড়ের বৌঁকা বাধা। বুড়ির বক্তব্য সে সদুর রাজস্থান থেকে চুরি, মালা, ফিতে, কানের এবং বাহারি রাজস্থানি পুতুলের পাশার নিয়ে এসেছে। এদিকে দারোগা তো কিছুই শুনছে না, তার একটাই কথা "বল ছেলে কোথায় রেখেছিস?" "মেরেকো কুছ পাতা নেহি হজুর। হামলোগ তো আইস্যে ঘুম কে বিসনেস করতে হ্যায়। আভি বেঙ্গল মে ফেস্টিভ টাইম তো কুছ কামানে কে লিয়ে ঠাইরে হ্যায়।" দারোগা তো কোনো কথাই কানে না করে পুরো ঘর তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে নির্মম ভাবে। কিছু এদিকে ছুড়ে কিছু ওদিকে ফেলেছে। বুড়ির সোনার সংসার একদম ভেঙ্গে তচনছ। বুড়ি বারবার বাধা দিতে চাইলে তাকে দুজন মহিলা কনস্টেবল সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে ঘরের এককোনে করে দিয়েছে। দারোগার চোখে ভৎসনার আগুন, এই বাচ্চা ছেলের জামা প্যান্ট এলো কথা থেকে। "হজুর ও আমার বেটার জামা, ও আপনা মামা কে সাথ কাল Jaisalmer গ্যায়ে হ্যায় সামান লানে।" "এসব পেঁয়াজি তুমি অন্য জায়গায় দেবে বুড়ি, এভাবে অন্য স্টেটে বাচ্চা পাচার করছো রাতের অন্ধকারে। এখন চলো আমার সাথে থানায়। কিভাবে পেট থেকে কথা বের করতে হয় সে আমার জানা আছে। শীত্রাংশ এ বাচ্চা পাচার চক্রের কিনারা আমি করেই ছাড়বো।"

রাজস্থানি বুড়ি যেতে সবাই যেন স্বষ্টির নিশ্চাস ফেললো, যাক বাবা আমাদের পাড়ার আপদ বিদেয় হলো। এখন পুজোর কোটা দিন মাস্তিতেই কাটবে শুধু কষ্ট পেলো ছেট কুহ। এই তো ক্লাস ফাইভে উঠলো, কিন্তু আজকের ঘটনা যেন তাকে বিগতের মতন ভাবিয়ে তুলছে বারবার। তাহলে এত যে পাকা মাথার লোক ছিল জটলায় তাদের কি সব বুদ্ধি লোপ পেলো, নাকি এ কুহর



নিছকই মনের কল্পনা। কুছ তো বাস্তবের মাটিতে পা দেয়নি এখনো সেইরকম ভাবে, তাই বুঝতে পারছে না হয়তো। এইসব ভাবতে ভাবতেই সেদিন স্কুল, রিহার্সাল সব করলো। রাতে নিজের ডাইরিতে পুরো ঘটনাটি আগাপাত্তলা লিখে ফেললো। এখন তার একটাই কথা মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে তাহলে দারোগা কিছু কথার ভিত্তিতে একজন অসহায় বুড়িকে arrest করে নিয়ে গেলো। তবে পেপারে তো এইরকম প্রায়ই নিউস বেরোয় এবং আজকেও দিয়েছে পাশের খিরিদপুরে এক ছেট বাচ্চা নিরুদ্দেশ কাল সঙ্গে থেকে। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই কুছ কখন ঘুমিয়ে পড়ছে নিজেও জানে না।

আজ সকালে খবরের প্রথম পাতায় কালকের ঘটনা এবং তার সাথে বুড়ির ছবি ছাপা হয়েছে। খিরিদপুরের ছেলে নিরুদ্দেশের খবরের সাথে এ ঘটনার যোগ পাওয়া গেছে বলে পুলিশের ধারণা। তবে রিপোর্টে বুড়ির জবানবন্দির উল্লেখ নেই। খবর টা সারা পাড়ায় টি টি ফেলে দিয়েছে। কুছুর রিহার্সাল এর মধ্যেও লোকজন তাড়িয়ে তাড়িয়ে গল্পটা শুনছে এবং পাড়ার দারোগার এইরকম মহান কীর্তির জন্য গর্ব বোধ করছে।

আজকে সপ্তমী, কাল দেবীর বোধন হয়ে গেছে। সকাল থেকেই কুছুর মনটা আনন্দে ভরপুর। অনেক ঝক্কির মধ্যেও যাহোক করে শেষ পর্যন্ত তো বাঁচানো গেছে ভিনদেশি বুড়িকে ও তার নাম থেকে মোছা গেছে নিছকই মিথ্যে অপবাদ। কুছুকে পাড়ার সবাই খুব বাহবা দিচ্ছে, কেউ কেউ অবশ্য বুড়ির খবরও নিচ্ছে। যেদিন পেপারে খবরটা আসে সেদিনই কুছু বুদ্ধি করে বুড়ির ভাঙ্গা ঝুপড়ির পাশে একটা হেল্প লেখা প্লাকার রেখে দিয়ে আসে। তাতে বুড়ির পেপারের ছবি ও ঘটনার সাথে তার পরিচিত একটি NGO র ফোন নাম্বার। বলাই বাহুল্য এই NGO তে তাদের বাড়ির লোকের বিস্তর যাতায়াত আছে, তার দাদাইয়ের সুবাদে। তো কুছুর কাছে পুরো ঘটনাটা NGO ফোনে জেনে সাজেস্ট করে তাদের যোগাযোগের নাম্বার ও ঠিকানা লিখে ঝুপড়ির পাশে রেখে আসতে। ষষ্ঠীতে বুড়ির ছেলে ও ভাই ফিরে আসে আস্তানায়, কিন্তু শূন্য ভাঙ্গা ঘর দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভাণিস প্লাকারটা তখনো অক্ষত ছিল এবং তাদের চেখে পড়ে। সেখান থেকে NGO এবং তাদের সাথে মাকে জামিনে ছাড়াতে থানায় ছোটে ছেলে ও ভাই। থানায় প্রচুর



Edi-Blossom 2017

বাক বিতভার পরেও দারোগা কোনো কথা মানতে নারাজ। তখন লালবাজার পুলিশের শরণাপন্ন হতে হয়। সেখানে তাদের রাজস্থানের ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড দেখাতে অনেকটা বিশ্বাসের পাত্র হাওয়া যায়। লালবাজার থানার ওসি সুদূর রাজস্থানের কোনো এক গ্রামে ফোন করে ভিন্দেশিদের identification ভেরিফাই করে। তারপরে হটার্হ থানায় বাচ্চার কানার তীক্ষ্ণ আওয়াজ গল্লের ঘবনিকা টানে। প্রথমার রাতে যে বাচ্চার আওয়াজ পাড়া পড়শী শুনেছে তা আসলে ছেট বাচ্চার কানার মতন অবিকল মোবাইলের রিংটোন। তা থেকে যে এত বিপন্নি ও একজনকে হাজত বাস পর্যন্ত করতে হবে তা আর কে জানতো। এইরকম অহেতুক যথাযোগ্য প্রমান ছাড়াই বুড়িকে গ্রেপ্তারের জন্য এই থানার দারোগাকে অনিদিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্স করা হয়েছে। বুড়িকে সরকার ও NGO র পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে।

আজ অষ্টমীতে প্রথম পাতায় পুরো ঘটনাটা গল্লের মতন বেরিয়েছে, যার রচয়িতা ছেট কুভ আর কুভর রসদ তার ডাইরি। আজকে সত্যই মা দুর্গার ছবির পাশে ছেট কুভর ছবি ও লেখা জ্বলজ্বল করছে। এ যে এক অন্যরকম জীবন্ত স্ট্যাচু।



মৈত্রী পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর নেশা জুড়ে থাকে, ইন্টেরিয়ার ডিজাইন।





Edi-Blossom 2017

ফিরে দেখা...

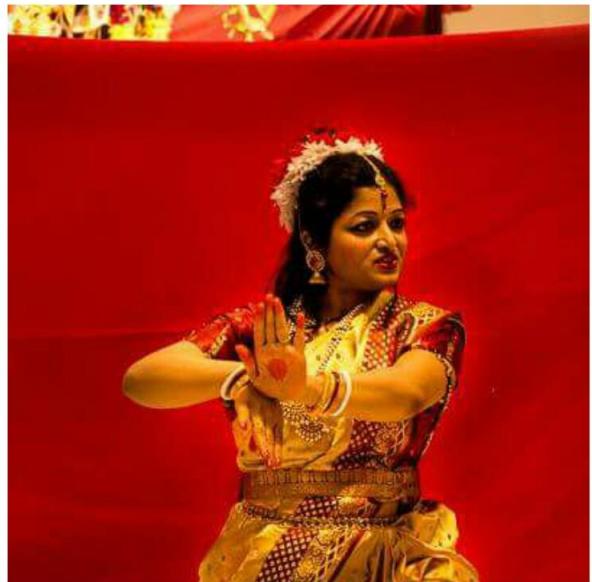


াৰামণ



Edi-Blossom 2017

ফিরে দেখা...

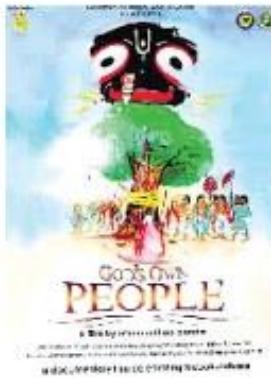




Edi-Blossom 2017

Last year September Edinburgh witnessed its first ever Indian film festival - Edinburgh Festival of Indian Film & Documentaries (EFIFD). Dr. Piyush Roy and Subhranil Bhadra were the pioneers of the event. Eminent Indian actor late Om Puri was the chief guest for the festival. This year the festival takes place between November 24 - 27. Here are some glimpses of EFIFD 2016.

Movies & much else besides



POST NEWS NETWORK

Scotland woke up Wednesday last to its biggest festival of Indian films. The first Edinburgh Festival of Indian Films & Documentaries (EFIFD) swept across Scotland's capital city of Edinburgh from September 7 to 11, with the Nabakalebara themed Odia language film *God's Own People* as the opening film.

Held by the Consulate General of India (Edinburgh), in association with the University of Edinburgh and Heriot-Watt University, the five-day film festival featured over 30 films and documentaries from the Indian sub-continent and is being showcased across four landmark city venues.

According to festival director Piyush Roy, "The film festival brings to Scotland for the first time an eclectic cinematic selection from over five decades of Indian moviemaking, featuring a vibrant mix of themes ranging from histories and human drama, faiths and philosophies, music, magic, fine arts, popular culture, politics and personal stories."

Complementing the screenings were Q&A sessions with participating filmmakers, seminars and panel discussions with academic experts on cinema and South Asia, exhibitions and exciting live music performances of popular and classical Indian music.

Among the gicians were classical musician Marianne Svalek performing a Dhrupad recital, filmmaker Nila Madhab Panda (one of the youngest recipients of India's civilian honour, the Padma Shri award) discussing his documentary *God's Own People* (also making its UK premiere at EFIFD 2016) and Swaryana, Edinburgh's leading Indian film music group presenting a loving live tribute to its popular musical history.

God's Own People is an intimate document of human faith narrated as an epic cinematic story, exploring the bonds between the devotees and the divine through millennium-old rituals at the largest pilgrim gathering of the 21st century that happened in the eastern coastal Indian town of Puri in July 2015.

Exacted about the first ever Scottish debut of an

The Edinburgh Festival of Indian Films & Documentaries brought to Scotland for the first time an eclectic cinematic selection from over five decades of Indian moviemaking, featuring a vibrant mix of themes ranging from histories and human drama, faiths and philosophies, music, magic, fine arts, popular culture, politics and personal stories.

Odia language film, Panda said, "I am very pleased that *God's Own People* has been showcased at the Edinburgh Festival of Indian Films & Documentaries. It was a moment of pride to have it as the festival's opening film."

The festival's highlight was the participation, and a retrospective of some classic Indian art house films featuring legendary Indian actor, Om Puri, in the lead.

Om Puri's contributions and influence extend far beyond India, where *Arthi Saya* remains to date the biggest art house blockbuster in Indian film history. He is equally known for his work in English films (*Bitter Is Better, What Is Mine, My Son The Fanatic, Gandhi, Wolf, Charlie Wilson's War, 100 Feet Long Journey*), and has received an OBE for his contribution to British cinema.

One meaningful aim of the festival is to



Nila Madhab Panda

celebrate and enhance the cultural connection between India and Scotland, and the UK. Om Puri's presence will be a fantastic way to honour this connection – his retrospective will include the 'Bollywood Curry Western', *China Gate*, the critically acclaimed contemporary Rama Bhattacharya classic, *Ananya: In the Prints of Spring*, *Arthi Saya* and the rarely available early Indian New Wave cinema classic, *Swarnam*, personally sourced by Om Puri from its director Shyam Benegal.

Finally making their UK premieres at EFIFD 2016 were three exciting new features from three regional Indian language cinema industries in tandem with the festival's focus on highlighting the other moviemaking industries in India, beyond Bollywood. These are:

Nachom-ja Kumpasar: A Konkani love story set in the 1960s, directed by Randoy Barreto. The UK premiere at EFIFD celebrates Goa's unique musical legacy shaped by Portuguese influences.

Shahob Bibi Golam: A riveting new age Bengali drama set in Kolkata featuring a contract killer, a housewife and a taxi driver in an unusual game of chance and revenge by critic turned filmmaker Pratim D Gupta.

Ekk Aliboli: Set in the Hindi film industry's golden era of the 1940s and 50s, this acclaimed Marathi biopic by Shekhar Sutardal (featuring Vidya Balan) profiles its first male action hero and dancing star, Bhagwan Dada.

Follow EFIFD on Twitter:
<https://twitter.com/EFIFD>
EFIFD 2016 Trailer:
<https://www.hq/SkrOrQD8g>

EFIFD 2016
VENUES
RAGAS,
REELS
&
RACONTEURS





Edi-Blossom 2017

SUNDAY POST September 18-24, 2016

CINEMA

Regional Cinemas Rule!

The first Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries (EFIFD) came to a resounding close this week with yet another cinematic achievement from the movie industries of Eastern India. After taking Bengal audiences by storm, critic-turned-filmmaker, Pratim D Gupta's controversial New Age film *Shahab Bibi Golam*, in its UK premiere, ended up being one of the most discussed and debated film at EFIFD 2016. The film's part of the popular 'Weekend Premieres' section of the largest ever showcase of regional Indian language films and documentaries in Scotland. The festival's opening film, Nila Madhab Panda's *God's Own People*, incidentally was a documentary from Odisha, which too had wowed all by its epic span and moving insights into the elaborate rituals of Lord Jagannath's Nabakalebara in 2015.

Offering multiple modes to engage with Indian arts and culture, EFIFD had provided a stimulating platform for debates and discussions triggered by provocative, socially-relevant new and classic feature films and well-researched documentaries on diverse themes ranging from assimilation experiences of global Indian migrants, to the forgotten sacrifices of over 70,000 Indian soldiers in the First World War along with insightful biographies on leading Indian New Wave Cinema directors like Mrinal Sen and Shyam Benegal.

Excited about his film's UK premiere, director Gupta said, "It is a moment of great pride and joy that our film *Shahab Bibi Golam* is playing at the first ever edition of the Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries. Under the wrapping of a riveting thriller, *Shahab Bibi Golam* talks about the sexual violence against women that has become rampant in recent years in India. Hopefully the

audience will not only have a good time at the screening but also engage in a discussion about the independence and safety of India's daughters in the days to come." According to leading Scottish poet of Indian origin and former Edinburgh School Poet of Taproot Studios, Bashir Fraser, "*Shahab Bibi Golam* explores the disturbing reality of the insidious power of ruthless politicians, their unconscionable sons and the debate around rape, which cannot be put aside in India where women need to be able to walk free and the law needs to be the ordinary man's refuge." She added.

"It was a very exciting week to have India sweep over us like a wave of

awakening in a veritable feast of feature and documentary films that the EFIFD Festival director Piyush Roy brought to our very doorstep in Edinburgh. The multiple art forms and themes explored was riveting, with films featuring dhrupad, dance and folk music, and taking us on diasporic journeys with Indian communities in Africa and Ireland. It was a chance to meet directors and actors and hear the iconic Om Puri share his incisive comments with a captivated audience who were won over by his warmth and endearing

humility. There were old favourites in the screenings too like Arth Satya, which seems relevant now more than ever. The festival, co-sponsored by the Indian Consulate, has been both entertaining and thought provoking, and has once again shown how India remains part of the British consciousness today."

Celebrating Indian cinema's signature storytelling-attraction- and-dance, EFIFD 2016, signed off with a closing night 'Double Bill of Musicals' featuring current international film festival favourite, Konkani film Nachom-ka-Kumpasar ('Let's dance to the Rhythm') on the 1900s music scene in Goa, followed by the critically acclaimed Marathi biopic on India's first dancing star Bhagwan Dada, aptly called *Ekk Albeba*. Reacting to speculations on Nachom-ka-Kumpasar being inspired by the life and times of two of Goa's biggest music icons, Chris Perry and Lorraine, its producer Angeli Braganza attended the festival with the film's second lead Shirley Coutinho from Goa,

Vidya Balan and Mangu Desai in a screen shot from *Ekk Albeba*

said that the film should be seen as a tribute to the music of two of Goa's greatest singing icons rather than as any account of their personal life. Nachom-ka-Kumpasar had earlier picked up the Best Production Design Award at the 62nd Indian National Film Awards, for its "convincing recreating of

audience still shy and pondering, EFIFD's closing film, *Ekk Albeba*, celebrating the masti, magic and madness of India's Golden Era of Moviemaking, endeared all with multiple opportunities to sing-along to some of the most popular songs from Bhagwan Dada's career

like Shola jo bhadake and Bholi mera koi ketna.

According to Angeli Braganza's wife/director, Sheshkar Sastanand,

"In spite of being the world's largest film factory, Indian cinema was still in want of a biopic that adorned its illustrious masters. *Ekk Albeba* is

the first of its kind picture that portrays the movie maverick by tracing his life and career, bringing his multiple contributions to our industry. It is our great honour that the film has been selected as closing film in EFIFD 2016."

Summing up the festival, its curator and director Piyush Roy, said, "It was a conscious decision at EFIFD to highlight the best in Indian cinema beyond Bollywood and introduce Western audiences to the good and quality work happening in India's regional and independent cinema. I am sure that the Indian filmgoers will be inspired by the essence of its organising team."

Braganza pleasantly surprised the attending audience and upped the closing night's energy levels by singing and inviting the audience for an impromptu jig on some of the film's foot-tapping numbers at the other festival highlights: Bombay Beats, a live orchestra celebrating eight decades of Indian film music. A rare extravaganza offering memorable music vignettes from the era of K L Saigal to Shah Rukh Khan. The beats were conceived and presented by Edinburgh's oldest Bollywood Band, Swaryatra. As regards those in the

spaces from a different era who were attending to detail, Ecstatic over the film's reception, Braganza said "EFIFD was amazing. The young team was full of energy led by the affable Piyush Roy. For a first time festival it had all the elements of creative genius, efficiency and effective delivery. This bunch of young talents are going to make this event a festival to reckon in the near future. I have visited quite a number of international film festivals in the past year and EFIFD is up there with the best. I am sure that the filmgoers will be inspired by the essence of its organising team."

In a city, Edinburgh, and a nation,

UK, where Bollywood is both a welcome passion, and one of the most recognised introductions to India

today, the first Edinburgh Festival of Indian Films and Documentaries indeed introduced many a local and

NRI audiences to a world of Indian

films beyond Bollywood. Over to

EFIFD 2017!



Marianne Svasek performs



Om Puri leading a panel discussion with film academics on Indian New Wave Cinema



Vidya Balan and Mangu Desai in a screen shot from *Ekk Albeba*



Dr. Piyush Roy is an Indian film critic, columnist, curator, cinema scholar, filmmaker and cultural ambassador. He won the Best Film Critic 'Special Mention' at the 60th Indian National Film awards. He conceived and directed the first Edinburgh Festival of Indian Film & Documentaries (EFIFD) in Sep'16. Piyush was awarded a Doctorate in South Asian Studies by University of Edinburgh in 2016.

Subhranil, a software consultant by profession is a musician, artist by heart. He loves mingling with people. Subhranil is one of the main active members of the various Indian arts and cultural communities in Scotland.





Edi-Blossom 2017

The Daughter Suparna Chaudhury Rijhwani

Eyes wide, she stood clutching her mother's sari.
Unwilling to let go.
Unsure of her surroundings.
Loving hands took her in, smoothed her hair down.
Tears however, poured fast and furious.
Fast forward a few years later, she is a bright, confident and a bubbly girl.
She is full of stories, and character.
She loves to sing at the drop of a hat.
She aims to be a vet.
The hands that took her in then, shaped her, gave her an identity and aspirations.
She was now the future; her family was looking at, to save them from grinding poverty.
She was a daughter.
Such are the examples of transformed lives, if everybody is given a chance, an equal footing.
Times have changed and yet our mindsets towards girls are mired in the Victorian age.
They are still epitomes of family values, an object to be parted off with, by paying dowry, her virginity still an issue of immense importance.
As Durga descends on Earth, one more time, we welcome the Goddess, signifying power and strength.
We draw energy from her.
How about taking a step back and revering the girl standing right next to you, or in your home, by giving her a chance to live, to aspire, to dream and not be treated any differently

PS: If you are truly interested in making a difference in the socio-economic fabric of India, please do visit the website of this fantastic school, doing incredible work in raising kids from extremely poor background and providing them top notch education and opportunity.

<http://www.shantibhavanchildren.org/>

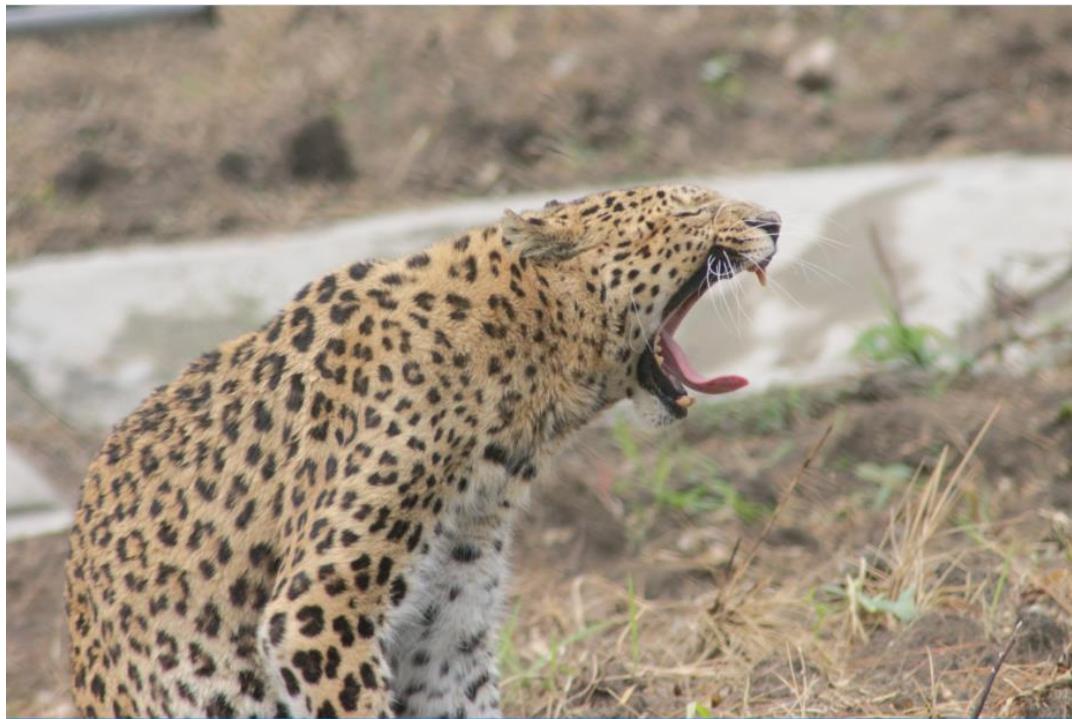


Passion and expression is what defines Suparna, which is revealed in her writing and dancing. This also translates to her vocation of being an educator and a mother.

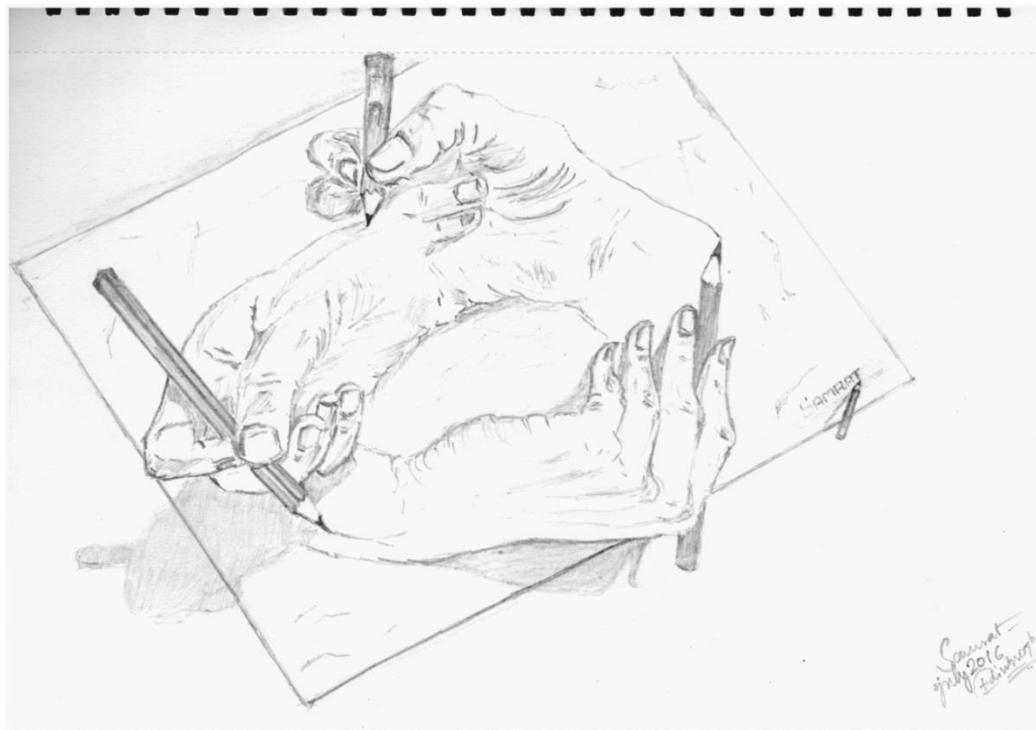




Edi-Blossom 2017



This photograph was taken in Khaiyerbari Tiger reserve near Jaldapara. The leopard was waiting for his food to arrive and looks like he was tired. I managed to capture multiple shots in different frames - this one is the best. - **Arijit Dutta**



Building myself - **Samrat Dhar**





Edi-Blossom 2017



From the city of joy on the banks of river Hooghly – A candid click by Subhranil Bhadra



To the Athens of North – A night view of the Scottish capital by Sumit Kumar





Edi-Blossom 2017

বাঙালী আর রসনাত্মক প্রায় সমার্থক,
ভুঁড়িভোজ ছাড়া কি বাঙালী মানায় ?



Presenting some mouth watering recipes by beautiful
Bengali ladies from Edinburgh...

Delicious!!!!



Edi-Blossom 2017

DIM PATURI RECIPE

Ria Bag



Ingredients:

The following ingredients are required:

1. 5 hard-boiled eggs cut into two pieces.
2. 2 big onions thinly sliced.
3. 4 green chillies split into two.
4. Kalonji seeds
5. Salt to taste
6. Turmeric powder
7. Mustard powder
8. Poppy seeds paste





Method of Preparation:

For the gravy:

1. Take two and a half spoon full of mustard powder and make a paste of it by putting little water and keep it for 10 mins.
2. Take 50gm of poppy seeds and make a paste of it in the mixer.
3. In a large flat pan, put some oil.
4. When the pan is heated enough, put the kalonji seeds in the pan.
5. Then add thinly sliced onions to the pan. Add salt and turmeric powder and mix it.
6. Let it fry for 5 to 10 mins. Stir occasionally so that it does not stick to the bottom of the pan.
7. When the onions turn reddish brown, add the mustard powder paste to it and mix it.
8. After 2 more mins, add the poppy seeds paste and mix it well.
9. It will start to stick in the pan. Put little amount of water in succession to make the gravy consistent.
10. Let it stand for some on low flame.
11. Add the chopped coriander add mix it.
12. By now, the grave will be smooth.



Final Touch:

In a serving dish, place all the eggs cut into halves. Then pour the gravy on top of the eggs in a uniform manner. Place the green chillies on top of it in an orderly manner to decorate it and viola your Dim Paturi is ready.



Ria Bag

When software gets combined with cookware, Magic happens!!!
Software development is her occupation and cooking is her passion.



Edi-Blossom 2017

Murgh Malai Tikka

Saoni Bir

Serves: 4 persons

Prep time: 2hrs

Total time: 2hrs 40 mins

Ingredients

Boneless chicken (preferably thigh pieces - medium size) | 500gms
Black Pepper (crushed) | to taste
Lime | 1 piece
Salt | to taste
Ginger paste | $\frac{3}{4}$ table spoon
Garlic Paste | $\frac{3}{4}$ table spoon
Single fresh cream | 100mg
Grated Mozzarella cheese | 1 packet
Corn flour | to taste
Yogurt | 100mg
Coriander | 1 packet



Marination Stage 1



Marination Stage 2

Directions

The most important part of this recipe is the preparation. This process involves a two stage marination.

Take the chicken pieces and marinate them with crushed black pepper, lime juice, salt & ginger garlic paste. Leave it for 30 minutes.

For the second stage, add yogurt, fresh cream, $\frac{1}{4}$ th packet of the grated mozzarella cheese & corn-flour. Give it a good mix and add some coriander to it. Leave it aside for at least 1.5 hours (more the better). Then take the skewers and insert the marinated chicken pieces (be mindful - do not over





Edi-Blossom 2017

stuff else all the pieces will not be cooked properly). Pre heat the oven at 180 degrees for 5 minutes then put the skewers in and let it be cooked for 20 minutes, then change sides and cook for another 20 minutes. Take it out, the kebabs should have a slight brownish tinge on them but still have enough moisture in them. That's when you know it is ready to be served.



Saoni works as an Analytics Manager in Mediacom Pvt Ltd, her hobbies are cooking and Dancing.



Egg Devil (ডিমের চপ)

Priyanka Das



One of Bengalis' favorite snack is Egg Devil (ডিমের চপ). An evening without oil-fried snacks in our household feels sad. Especially when we are প্রবাসী (expatriate) and have no option to get the evening snack from a roadside snack stall. We have to go the kitchen and make it ourselves. A good example is dimer chop.

Ingredients:

- Hard-boiled eggs - 4 medium sized
- Raw Egg - 2 medium sized
- Boiled potatoes - 6-7 medium sized
- Onion - 1 medium, sliced
- Ginger-garlic paste - 2 tbsp
- Green Chilli - 2-3 chopped
- Coriander powder - 1 tbsp
- Garam masala - $\frac{1}{4}$ tsp
- Turmeric powder - 1 tbsp
- Bread crumbs/oats
- Oil for deep-frying



- Salt - as per taste
- Sugar - as per taste (very little)

Process:

Potato mix:

Heat 2-3 teaspoon oil into a frying pan and add all the spices (Sliced onions, chopped green chillis, coriander powder, ginger garlic paste, garam masala, turmeric powder, salt, sugar) to it. Stir the mix until it turns into a lightly golden brown mix. Add the boiled potatoes to this spice mix and mix it well for 2-3 minutes. Turn off the heat.

Devils:

Wait for few minutes so that the potato mix is cold to handle. Cut the hardboiled eggs into two halves. Take one half and cover it with the potato mix so that it looks like an egg shape ball with the egg inside it. See the picture for reference.

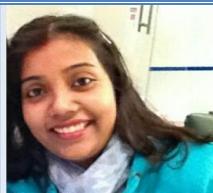
Coating balls for frying:

Break the raw egg into a bowl and mix the yolk and white together. Take the breadcrumbs into another bowl. Dip each potato ball into the egg mix and then coat it with breadcrumbs.

Frying:

Put enough oil into a frying pan for deep-frying the devils. Wait until the oil is medium hot. Fry the potato balls until done medium (golden brown).

Serve hot with black salt and chopped raw onions.



Being stayed in the US for many years before moving to Edinburgh couple of years ago, Priyanka loves the availability of public transport here. She is currently a homemaker and loves shopping, making friends and cooking.





Rice Vermicelli with Veggies

Antara Halder

Ingrediants-

- 1packet rice vermicelli
- 1/2 cup peas
- 1/2 cup sweet corn
- small pieces of cauliflower
- carrot, potato and bins
- thin slices of onion and bell pepper
- salt
- sugar
- turmeric powder
- tomato ketchup
- raw green chilli
- pav bhaji masala
- corriender powder
- sabji masala



Direction- Boil the vermicelli with little bit salt and 4-5 drops of white oil. Boil for 5 to 7 mins. Do not over boil.

In a pan, heat white oil and fry cauliflower with salt and pinch of turmeric powder. Keep that aside and next you have to fry onion and bell pepper. Also fry potatoes and all veggies. Add salt little sugar corriender powder, sabji powder and pav bhaji masala, add raw chillies and fry well. Once completed add vermicelli on it and tomato keychup. Add salt if needed as per your taste.

Ready to serve now. Kids love this item very much.



Antara presently a homemaker used to work as software engineer previously. Her 4 year daughter is her lifeline. Her favourite pass time is to read storybooks, singing, sometimes cooking and playing with her daughter.



Edi-Blossom 2017

DHANIA MATAR PANEER PULAO

Samprikta Basu Dhar

Preparation Time: 10 mins | Cooking Time: 30 mins | Total: 40 mins | Serves: 2 people

INGREDIENTS:

- 1 cup Basmati Rice (240 ml cup used)
- 70-80 gms Paneer
- 1 cup Green Peas (Matar-frozen/fresh)
- Salt to taste
- Sugar to taste
- 1 tea spoon Cumin seeds (Zeera)
- 15-20gms/ handful of Coriander leaves (Fresh)
- 2-3 Green Chillies
- 2 tea spoon Curd
- 5-6pcs. Cashew nut (Kaju)
- 5-6pcs Walnut (Akhrot)
- 1-inch Cinnamon stick
- 2-3green cardamom
- 3 tea spoon white Oil/Ghee/Butter
- 2 cup of water

PREPARATION:

1. We need 3 tea spoon coriander paste. To make the paste we need 15-20gms fresh coriander, 2 tea spoon curd, 2-3 Green Chillies and pinch of salt to make the smooth paste but not thick. Divide it into two part one for marination and other for rice,
2. Cut paneer into cube and marinate it with aforesaid paste and keep it aside,
3. Chop the Cashew nut and walnut then fry and keep it aside for garnish,
4. Then fry marinated paneer lightly for max 2 mins and see that it should not turn brown. It should remain green. Again marinate the paneer with same paste with very thin layer and keep aside.
5. Now add 2 tea spoon oil/ghee/butter in a cooker/pan, heat and add cumin seeds. Sauté to allow them to crackle and add green peas for fry,
6. Now add washed rice, salt to taste and stir it for 5min,
7. Add coriander paste, pinch of sugar, 2-3green cardamom, 1-inch Cinnamon stick and 2cup water required for boil the rice, cover it for 10 mins max/1st whistle,
8. Add light fried paneer 5 mins before switch off the gas and garnish with fried cashew nut wall nut.

It is now ready and you can serve with Kashmiri aloor dum, Mutton korma, Chicken Korma, Prawn Malaikari or Fish Kalia.



Samprikta is an IT professional from Kolkata, stays in Dundee Scotland. She is a foodie and loves to travel a lot. She is proud of being a 'bheto bangali'.





Murgh Mussallam

Madhumita Indra

Murgh Musallam literally means cooking the whole chicken. The dish was popular among the royal Mughal families of Awadh now state of Uttar Pradesh in India.

Ingredients:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Onions 3 Numbers• Salt To Taste• Ginger garlic paste 2 Tablespoons• Coriander leaves 1/4 Bunch• Mint leaves 1/4 Bunch• Lamb mince 1 Cup• Red chilli powder 2 Teaspoons• Garam masala 1 Pinch• Eggs(boiled) 3 Numbers• Almonds 15-20 Numbers• Cashew nut 6-10 Numbers• Black cumin seeds 2 Teaspoons• Poppy seeds 1 Tablespoons• Turmeric powder 1 Teaspoons• Coriander powder 1/2 Teaspoons | <ul style="list-style-type: none">• Cumin powder 1/2 Teaspoons• Garam masala 1/2 Teaspoons• Tomatoes(chopped) 2 Numbers• Yogurt 1 Cup• Sugar 1 Teaspoons• Raisins 1/4 Cup• Carrot(julians) 1 Numbers• Lime juice 1 Tablespoons• Rice 1 Cup• Water 2 Cup• Saffron water 1 Tablespoons• Oil 7 Tablespoons• Ghee 2 Tablespoons• Pepper powder 1/2 Teaspoons |
|---|---|

Directions:

1. Heat 3 tbs oil in a pan and add 1 chopped onions, little salt and saute it.
2. Add 1 tbs ginger garlic paste, coriander leaves, mint leaves, lamb mince and saute it.
3. Add 1 tsp red chilli powder, garam masala and cook it and transfer it into a plate and add eggs.
4. Place the pan and add almonds, cashew nut, 1 tsp black cumin seeds, salt, poppy seeds and dry roast it on slow flame and transfer it into a blender and blend it to a smooth paste.
5. Take the skin less chicken and give gashes to it.
6. Stuff the mince and egg mixture inside the chicken and tie the chicken along with legs with the thread.
7. Sprinkle the little salt and red chilli powder and spread it on chicken.



8. Heat 4 tbs oil in a pan and add 1 chopped onion, little salt and saute it.
9. Add 1 tbs ginger garlic paste saute it until the raw flavour is gone.
10. Add turmeric powder, coriander powder, cumin powder, garam masala, tomatoes, 1 tsp red chilli powder and cook it until the tomatoes are mashed.
11. Now add poppy seeds mixture paste and cook it.
12. Then add yogurt and mix thoroughly and place the chicken with breast part downside in the pan and place the lid cook it for 30 mins.
13. For every 3 mins stir it and after 20 mins rotate the chicken and add pepper powder and place the lid and cook for another 10 mins.
14. Soak the rice for 30 mins and strain the water.
15. Heat ghee in another pan and add cinnamon stick, 1 tsp black cumin seeds, 1 nos onion slices saute it and add salt, sugar, raisins and saute it.
16. Add carrot and cook it and add water and boil it.
17. Check for seasoning and add salt and lime juice.
18. Now add rice and cook it and add saffron water.
19. Take the serving plate and place the rice at the edges of the plate and in the middle the cooked chicken.
20. Now the murgh musallam along with rice is ready to serve hot.



Madhumita is an IT professional, currently in UK along with her husband Arijit and 3 year old son Aritrik. Cooking and dancing are the two most loved things in her life. From egg-roll to chicken kosha, from gola-rooti to keema paratha she is everywhere.



Edi-Blossom 2017

Note of thanks to our sponsors.





Edi-Blossom 2017

Your feedback will help us to improve and do better next time. Please write to
samrat.dhar@yahoo.co.in and debarghyokumarchakravorty@gmail.com



Edi-Blossom 2017



Scottish Association
of Bengali Arts and Sanskritik Heritage

